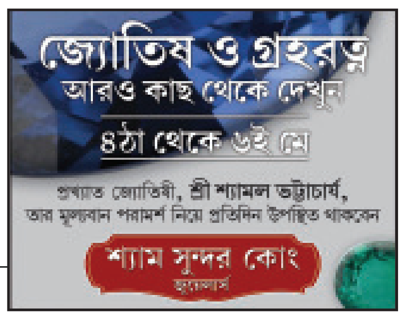

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 May, 2023 ■ আগরতলা ১৯ মে, ২০২৩ ইং ■ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ,শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভোটব্যাঙ্ক অক্ষত রাখার কৌশল নিল কংগ্রেস হাইকমান্ড

কর্ণাটকে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন সিদ্দারামাইয়া উপ-মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার, শপথ কাল

নয়াদিল্লি, ১৮ মে ।। বিগত কয়েকদিনের জল্পনার অবসান। কর্ণাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা ঘোষণা করল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠক করে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হবেন সিদ্দারামাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবেন ডি কে শিবকুমার।

ওসিবি জনগোষ্ঠীর এই নেতা অনগ্রসর, দলিত এবং মুসলিমদের নিয়ে যে 'অহিন্দা' সমীকরণ তৈরি করেছিলেন, লোকসভা ভোটে তার ফল মিলতে পারে বলে আশা করেছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। তাই ভোট ব্যাঙ্ক অক্ষত রাখতে সিদ্দারামইয়াকেই মুখ্যমন্ত্রী পদে বাছাই করেছে হাইকমান্ড। কর্নাটকে 'অহিন্দা' ভোটদাতা ৪০ শতাংশেরও বেশি। লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর ওবিসি পরিচয়ের মোকাবিলায় কর্নাটকে সেই ভোটব্যাঙ্ক অক্ষত রাখতে ওবিসি সিদ্দারামাইয়াকেই দরকার বলে মল্লিকার্জুন খড়্গে, রাহুল গান্ধীরা মনে করেছেন। ফলে পিছিয়ে পড়েছেন ভোক্কালিগা জাতির নেতা শিবকুমার। কর্নাটকে ভোক্কালিগা ভোটদাতার সংখ্যা ১৫ শতাংশ, তাঁদের বড় অংশ 'জেডিএসের সমর্থক' বলে পরিচিত। বেণুগোপাল জানিয়েছেন, সংসদ নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন শিবকুমার। আগামী ২০ মে মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও কয়েকজন মন্ত্রী শপথ নেবেন।বেণুগোপাল বলেছেন, শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী বাছাই নিয়ে বৈঠকের পর কংগ্রেস সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জন খাড়গের সাথে শিবকুমার (বাঁয়ে) এবং সিদ্দারামাইয়া (ডানে)

ডম্বুর জলাশয়ে চোরা শিকারীদের দৌরাত্ম্য যন্ত্রপাতি সহ হাতেনাতে আটক পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। ডুম্বুর জলাশয় থেকে বেআইনিভাবে মাছ শিকার করতে গিয়ে পুলিশ ৫ জন অসাধু ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন। তাদের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মৎস দফতরের জনৈক কর্মী জানিয়েছেন,দীর্ঘ দিন যাবৎ ডুম্বুর জলাশয়ে বেআইনীভাবে মাছ ধরার অভিযোগ উঠে আসছিল। সেই মোতাবেক বৃহস্পতিবার সকালে গন্ডাছড়া মৎসদপ্তরের কর্মী, বনদফতরের কর্মী ও গন্ডাছাড়া থানার পুলিশ যৌথ অভিযানে নেমেছিল। অভিযানে নেমে বেআইনীভাবে মাছ ধরতে গিয়ে ৫ জন হাতে নাতে ধরা পড়েছে। পুলিশ তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গিয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, অসাধু ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ওষুধ ও বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করছেন। ওই মাছ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বহু মানুষ। তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধর্মনগরে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। ধর্মনগর আলগাপুর থেকে একটি বাইক চুরির ঘটনায় দুই চোরকে আগরতলা থেকে আটক করলো ধর্মনগর থানার পুলিশ। চুরির ঘটনাটি ঘটেছে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে।

ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জ শিবু রঞ্জন দে জানিয়েছেন, এই চুরির ঘটনায় বাইক মালিক বিশাল নাথ অনেক চেষ্টা করেও বাইক না পেয়ে পরবর্তীতে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়ে মামলা করেন। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশজানতে পারে বাইকটি আগরতলা মিলন চক্র এলাকায় রয়েছে। অবশেষে বাইকের খবর পেয়ে মঙ্গলবার আগরতলায় ছুটে যায় ধর্মনগর থানার পুলিশ।

বুধবার দিনভর আগরতলার বেশ কয়েকটি থানার পুলিশের সহযোগিতায় চোর পুলিশ খেলা শেষে এএস ১১ জি ৭৩৬৪ নম্বরেরবাইক সহ দুই চোরকে আটক করে পুলিশ। বুধবার রাতেই তাদের নিয়ে আসা হয় ধর্মনগরে। ধৃতরা হলও ঝোটন দাস, তার বাড়ি আগরতলা মিলন চক্র এলাকায় ও অমিত দেব, তার বাড়িধর্মনগর দক্ষিণ নয়াপাড়া এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের বৃহস্পতিবার ধর্মনগরেআদালতে তোলা হবে।

কালীবাজারে আক্রান্ত ব্যবসায়ী, থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত কালী বাজারের রাকেশ দাস নামে এক ব্যবসায়ীর উপর গত ১ লা মে টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করে এলাকারই বাবা ছেলে চার জন মিলে ব্যাবসায়ী রাকেশ দাসকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে যদিও। স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে সে প্রাণে বেঁচে যান।

পরবর্তী সময় আক্রান্ত রাকেশ দাসের পরিবারের তরফে আক্রমণকারী গৌতম পাল,বিপ্লব পাল,গৌরব পাল,সৌরভ পালের বিরোদ্ধে বামুটিয়া ফাঁড়িতে মামলা করেন। জানা যায় ঘটনার দিন বিপ্লব পালকে আক্রান্ত ব্যাবসায়ী ও স্থানীয়রা আটক করে এবং পরবর্তী সময় পুলিশের হাতে তুলে দেয় ।কিন্তু মামলা করার প্রায় ১৬ দিন পার হয়ে গেলেও আর কোনো আসামিকে ধরতে পারেনি পুলিশ ।তাই আজ কালী বাজার কমিটি এই হামলায় যুক্ত পলাতক আসামী গৌতম পাল তার বাকি দুই ছেলে গৌরব পাল ও সৌরভ পালকে গ্রেপ্তার করে তদন্তক্রমে উপযুক্ত শাস্তির ব্যাবস্থা করার দাবি জানান।

এই বিষয়ে বাজার কমিটির এক ব্যবসায়ী সূর্য্যকান্ত দে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে বলেন অপরাধীদের দ্রুত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে রেলের ধাক্কায় গুরুতর মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক মহিলা। ধর্মনগর রেল গেট সংলগ্ন এলাকার স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে খবর পাঠিয়েছে দমকল কর্মীদের। দমকলকর্মী রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে ধর্মনগর হাসাপাতালে নিয়ে গেছে।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে ধর্মনগর রেল গেট সংলগ্ন এলাকায় রেলের ধাক্কায় এক মহিলা গুরুতর আহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে পুর এলাকায় ৪৭টি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর সিদ্ধান্ত নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। স্মার্ট সিটিতে পানীয় জলের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ৪৭টি ডিপ টিউবওয়েল বাসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। আজ ত্রিপুরা জল বোর্ড এবং আগরতলা পুর নিগমের মধ্যে বৈঠক শেষে একথা জানালেন মেয়র দীপক মজুমদার। সাথে তিনি যোগ করেন, শীঘ্রই আগরতলায় আরও ৫০টি জলের পাম্প মেশিন বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিন তিনি বলেন, প্রত্যেকের বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া ত্রিপুরা সরকার ও পুর নিগমের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা। তিনি আরও বলেন, আগরতলা পুর নিগমের ৫১টি ওয়ার্ডে জলের সমস্যা উঠে আসছে। মানুষ পর্যাপ্ত পরিমানে জল পাচ্ছেন না। তাই মানুষের সমস্যা নিরসনের জন্য এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল।

তাঁর দাবি, স্মার্ট সিটিতে জলের সমস্যা নিরসনের চেষ্টায় ৫১ টি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর নিগম। এর মধ্যে ২৩ টি পুর নিগম এবং ২৪টি ডি ডাব্লিউ এস দপ্তর থেকে ডিপ টিউবওয়েল বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো ওয়ার্ডে জমি নির্ধারণের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তা অতিসত্বর সমাধানের চেষ্টা করছে পুর নিগম। পাশাপাশি আগামী দিনে জলের সমস্যা দূর করতে শীঘ্রই আগরতলায় আরও ৫০ টি জলের পাম্প মেশিন বসানো হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন মেয়র।

ত্রিপুরা পুলিশের মাঝারি স্তরে ২৭জন অফিসারের রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। আজ পুলিশের মাঝারি স্তরে টিপিএস গ্রেড ওয়ান এবং গ্রেড টু ২৭ জন অফিসারের দায়িত্ব বদল করা হল। তাদের মধ্যে সিপাহিজলা জেলার অভিযুক্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশালগড়ের এসডিপিও সহ বেশ কিছু অফিসারকে সাধারণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে সুশৃঙ্খল টিএসআর বাহিনীতে পাঠানো হয়েছে।

আগরতলার এসডিপিও হিসেবে প্রবীণ অফিসার ডিপি রায়কে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনি সবশেষ প্রমোশন পেয়ে ইন্সপেক্টর থেকে ডিএসপি হয়েছেন। আগরতলার দুই থানায় ওসি হিসেবে কাজ করে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে ডিপি রায়ের। তেমনি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে শহরে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে টিপিএস গ্রেড ওয়ান অফিসার শৌভিক দেবকে। তিনি অনেকদিন যাবত পানিসাগরের এসডিপিওর দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়া, টিপিএস গ্রেড ওয়ান উত্তম বণিককে এসডিপিও অম্পি থেকে সরিয়ে গোমতী জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দায়িত্ব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনীতিতে জর্জরিত হয়ে দ্বিখন্ডিত ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। রাজনীতিতে জর্জরিত হয়ে দ্বিখন্ডিত ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। দিশাহীন কমিটির সদস্যরা। নানা সময় নানাভাবে সংবাদ মাধ্যমে সামনে এসে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে।

বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে কোষাধক্ষ জয়নাল দাস জানান, সম্প্রতী পোলস্টার ক্লাব কর্তৃপক্ষ যে চিঠিটি ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে দিয়েছে তাতে কোথাও সভাপতির তাপস ঘোষের বিষয়ে দুর্নীতির অভিযোগ নেই। এর পাশাপাশি বলা হয়েছে বনমালীপুর স্ফুলিঙ্গ ক্লাব কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যে ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়েছে তিনি সিপিআইএম দলের সদস্য।

তিনি আরো বলেন যারা ত্রিপুরা ক্রিকেট কমিটি ভেঙে যাচ্ছে বলে ঢাক পেটাচ্ছেন তাদের জেনে রাখা ভালো প্রতিনিধি প্রত্যাহার করলেও কমিটি তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। সুতরাং কোন ক্লাব যদি প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে তাহলে কমিটির সদস্যদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুহুরীঘাট সীমান্ত স্থলবন্দর পরিদর্শন করলেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৮ মে।। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকদের এক প্রতিনিধি দল বিলোনিয়া মুহুরিঘাট সীমান্ত স্থলবন্দর সরোজমীনে পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন খোঁজখবর নেন। মুহুরীঘাট সীমান্ত স্থলবন্দরের পরিকাঠামো, পাসপোর্টে যাত্রীদের আসা-যাওয়ার অবস্থা, সীমান্ত নিরাপত্তা অবস্থা, ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য জেনে নেয়।

বিলোনিয়া কাস্টমস অফিসে বসে দিল্লি থেকে আগত অতিরিক্ত সচিব বিনায়ক আজাদের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার বিলোনিয়া মুহুরী স্থলবন্দরের সার্বিক পরিস্থিতির বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। এদিন বিনায়ক আজাদকে স্থানীয় সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে জানতে চান বহু বছর ধরে বিলোনিয়া মুহুরী ঘাট স্থলবন্দরের কোন উন্নয়ন নেই। প্রত্যেকবারেই বিভিন্ন সময় দিল্লি সহ বিভিন্ন পর্যায়ে উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগন এমনকি যৌথভাবে প্রতিনিধি দল একের পর এক মুহুরী স্থলবন্দর সফর করে যাচ্ছেন।

কিন্তু সার্বিক পরিকাঠামোর অবস্থা যা রয়েছে তাই এখন বর্তমান। অনেক বছর আগে মুহুরীস্থলবন্দরের সার্বিক পরিকাঠামো অত্যাধুনিকভাবে গড়ে তোলার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালে জেনেরিক মেডিসিন কাউন্টারের অবস্থা বেহাল, দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে গরীব রোগীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। পরিষেবা ও পরিকাঠামোর দিক দিয়ে দিন দিন বড় হচ্ছে রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবি। আগের চেয়ে রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। নতুন নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। সুপার স্পেশালিটি পরিষেবার সুযোগ ভোগ করছেন এখন রাজ্যবাসী। বহি রাজ্যে যাওয়ার প্রবণত অনেকেটাই কমেছে। ঘরের ছেলেরা ঘরেই ফিরে এসেছেন। এখন রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবার হাল ধরেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেও একজন চিকিৎসক। সব মিলিয়ে জিবি হাসপাতাল এখন রাজ্যের মানুষের কাছে অনেকটাই বিশ্বাস ভরসার স্থান হয়ে উঠেছে। কিন্তু কয়েকটা বিষয় রয়েছে যেগুলি উপর সরকার বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটু নজর দিলে তার সমাধান করা সম্ভব।

তাতে করে গরিব মানুষই উপকৃত হবেন এবং হাসপাতালটি তাদের কাছে আরো বেশি ভরসার জায়গা হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য সুস্থ দেশ বানানোর। তাই তিনি হাসপাতাল গুলিতে জনঔষধি কাউন্টার খোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এখন সারাদেশ তা বাস্তবায়িত হয়েছে। রাজ্য ও তার থেকে বাদ পড়েনি। প্রধান হাসপাতাল ছাড়াও রাজ্যের প্রতিটি জেলা মহকুমা হাসপাতাল গুলিতে রয়েছে জন ঔষধি কাউন্টার। বৈজ্ঞানিক ভাষায় যার নাম জেনেরিক মেডিসিন। এই জেনেটিক মেডিসিনের কাউন্টার গুলি খোলার ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন গরিব মানুষ। নামিদামি ব্র্যান্ডের কোম্পানির ওষুধের চেয়ে অর্ধেকেরও কম দামে পাওয়া যায় জেনেরিক মেডিসিন।

উদাহরণ দিলে পরিষ্কার একটি নামি দামি কোম্পানি গ্যাসের ওষুধ দেড়শ টাকা হলে জেনেরিক মেডিসিনে এই ওষুধের দাম ৮ থেকে ১০ টাকা। তাতেই বুঝা যায় এই ওষুধ কাউন্টারের গুরুত্ব গরিব মানুষের কাছে কতটা। ইতিমধ্যে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর অনুমোদিত এই মেডিসিন গুলো জনগণের সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে গেছে। তাই বারবার প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও একইভাবে জেনেরিক মেডিসিন ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রী বারবার রাজ্যের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ১১৫ ◻ ১৯ মে ২০২৩ইং ◻ ৪ জৈষ্ঠ্য ◻ শুক্রবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

শান্তি ফিরাইয়া আনাই কাম্য

আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হইলে প্রশাসন চোখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পারে না। মণিপুরের হিংসা সংক্রান্ত মামলায় একথা বলিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রশাসকরা যাহাতে চোখ বন্ধ করিয়া না থাকেন, আদালত তাহা নিশ্চিত করিবে বলিয়াও সুপ্রিম কোর্ট জানায়। পাশাপাশি হিংসায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন দেওয়ার বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ করা

হইয়াছে, তাহাও জানিতে চায় সর্বোচ্চ আদালত। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানায়, সে রাজ্যের মেইতেই জনগোষ্ঠীকে তফসিলি জনজাতির তকমা দেওয়া নিয়া মণিপুর হাই কোর্টের সিদ্ধান্তে তারা হস্তক্ষেপ করিতে চায় না। তবে একই সঙ্গে দেশের সর্বোচ্চ আদালত জানায় , কুকি-সহ অন্য তফসিলি জনজাতিরা মণিপুর হাই কোর্টের একক বেঞ্চের এই সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করিতে পারে। বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি পিএস নরসিমহা এবং বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ , “আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। সুপ্রিম কোর্ট শুধু এটুকুই নিশ্চিত করিতে চায় যে, রাজনৈতিক প্রশাসকরা যেন এই পরিস্থিতিতে চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া না থাকেন।” মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলে জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে শান্তিরক্ষার জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিবকে দায়িত্ব দিয়াছে আদালত। আদালতকে দেওয়া হলফনামায় মণিপুর সরকার জানাইয়াছে, হিংসায় শিকার হওয়া অন্তত ৪৬ হাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে। রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাওয়া তিন হাজার মানুষকেও ফিরিবার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হইয়াছে। মেইতেইদের তফসিলি জনজাতির তকমাভুক্ত করিবার দাবি এবং তার পাল্টা জনজাতি সংগঠনের মিছিল গত কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত ছিল উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুর। মণিপুর হিংসায় এখনও পর্যন্ত ৫০ জন মারা গিয়াছে বলিয়া জানাইয়াছে সরকার। আগেই এই হিংসা নিয়া উদ্বেগপ্রকাশ করিয়াছিল সুপ্রিম কোর্ট। হিংসার রেশ কাটাইয়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিতেছে মনিপুর। রাজ্যের পরিস্থিতি আগের থেকে কিছুটা উন্নতহ

হইয়াছে। তবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বলিয়াছে, রাজ্যের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় এখনও অশান্তি চলিয়াছে। শান্তি বজায় রাখিতে সব রকম চেষ্টা চালানো হইতেছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টকে জানাইয়াছেন, যে রাজ্যে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা চলিতেছে। তিনি বলেন, জেলা পুলিশ এবং সিএপিএফ মোট ৩১৫ টি ত্রাণ শিবির স্থাপন করিয়াছে। রাজ্য সরকার ত্রাণ ব্যবস্থার জন্য ৩ কোটি টাকার একটি তহবিল অনুমোদন করিয়াছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪৬ হাজার মানুষ সাহায্য পাইয়াছেন। এর আগে ৮ মে শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ বলিয়াছিল যে এটি একটি ‘মানবিক সংকট’। বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, ত্রাণ শিবিরে ওষুধ এবং খাবার ও পানীয়ের মতো প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর পাশাপাশি রাজ্যে ধর্মীয় স্থানগুলি যাতে সুরক্ষিত থাকে সেজন্য পদক্ষেপ করিতে হইবে।মেইতেই সম্প্রদায়কে এসটি মর্যাদা দেওয়ার দাবির প্রতিবাদে কুকি সম্প্রদায় একটি সমাবেশ করিবার পর ৩ মে, ১০টি পার্বত্য জেলায় হিংসা শুরু হয়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, হিংসার বলি

হইয়াছেন ৭১ জন। সেই সঙ্গে ২৩০ জনের বেশি আহত হইয়াছেন। হিংসার ঘটনায় প্রায় ১৭০০ ঘর-বাড়ি পুড়িয়া গিয়াছে। মনিপুরে অতিসত্বর শান্তি ফিরাইয়া আনিতে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশে অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন মণিপুরের সাধারণ মানুষ।

কুন্তল-শান্তনুকে চেনেন না বলে আদালত চত্বরে দাবি মানিক ভট্টাচার্য্যের

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : কুন্তল-শান্তনুকে চেনেন না। বৃহস্পতিবার আদালতে ঢোকার মুখে এমনই দাবি করলেন নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত মানিক ভট্টাচার্য্য।

প্রাথমিক ও নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে আপাতত জেলবন্দি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি। একাধিক মামলায় ধাপে ধাপে তাঁকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছিল কলকাতা হাই কোর্ট। কিন্তু তিনি সেই জরিমানা জমা করেননি বলে অভিযোগ। তাই সরাসরি তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

এদিন মানিকবাবুকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তকারী অফিসাররা। আদালতে ঢোকার মুখে সাংবাদিকরা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। তিনি কি নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়দের চেনেন?

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মানিক ভট্টাচার্য্য বলেন, “আমি কাউকে চিনি না। ওঁরাও (কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়) বলেছে আমাকে চেনে না।” এরপর সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, ওঁরা যে বলছে টাকা দিয়েছে? সেই প্রশ্নের জবাব অবশ্য তিনি দেননি। আদালতে সওয়াল জবাবের পর পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতিকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

ভূখণ্ড হারাতে হয়, এমন কোনও প্রস্তাবে রাজি নয় ইউক্রেন : বিদেশ মন্ত্রী দিমিত্রো কুলেবা

কিয়েভ, ১৮ মে (হি. স.) : ‘যুদ্ধ অবসানে এমন কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না, যেখানে কিয়েভকে নিজদের ভূখণ্ড হারাতে হয়’- এমনই মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রী দিমিত্রো কুলেবা। ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রক এ তথ্য জানিয়েছে।

ইউরেশিয়ান বিষয়ক চিনের বিশেষ প্রতিনিধি ও রাশিয়ায় প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত লি হুইয়ের সঙ্গে কিয়েভে এক বৈঠকের সময় বিদেশ মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রক বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছে, বৈঠকে কুলেবা এবং লি ‘রুশ আগ্রাসন বন্ধ করার উপায়’ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এসময় কুলেবা জোর দিয়েছিলেন যে, ‘ইউক্রেন এমন কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করবে না, যা তার অঞ্চলগুলিকে হারাতে বা সংঘাতের বরফে পরিণত করে।’

বিরোধ নিরসনে বেইজিংয়ের নেতৃত্বে আলোচনার জন্য লি মঙ্গলবার ও বুধবার কিয়েভে ছিলেন।

এদিকে বৃহস্পতিবার চিনের বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে বলেছে যে, লি ইউক্রেনকে বলেছেন যে সঙ্কট সমাধানে দ্রুত সমাধান নেই।

বিবৃতিতে লি বলেছেন, ‘সঙ্কট সমাধানের জন্য কোনও প্রতিষেধক নেই। সবপক্ষকেই নিজেদের জায়গা থেকে শুরু করতে হবে। পারস্পরিক বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে। যুদ্ধ বন্ধ করার এবং আলোচনার জন্য পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।’

বিবৃতিতে লি আরও বলেন, ইউক্রেনের মানবিক পরিস্থিতির প্রশমনে চিন সবসময়ই তার নিজস্ব উপায়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছে। ইউক্রেনকে তার সামর্থ্যের মধ্যে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় কীভাবে ?

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

দিগন্তে ঘূর্ণিঝড়ের ঘনঘটা। আবহাওয়াবার্তায় ঘুরে ফিরে বারবার আসছে। নাম দেওয়া হয়েছে ‘মোখা’ বা ‘মোকা’। এদিকে প্রচণ্ড গরমদাবদাহ। শহরাঞ্চলের অনেকের জন্য তাই এ ঘূর্ণিঝড় হয়তো খানিকটা স্বস্তির আশা দেখাচ্ছে। কিন্তু উপকূল অঞ্চলের মানুষদের জন্য এটি মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়। বরং নাভিশ্বাস তুলে দেওয়ার জোগাড়। বাংলাদেশে মে থেকে ডিসেম্বরের সময়টায় ঘূর্ণিঝড় বেশি হয়। প্রশ্ন হলো, কেন? আর এসব ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়ই-বা কীভাবে? এটাই আমাদের এ লেখার আলোচ্য বিষয়। ঘূর্ণিঝড় বা আবহাওয়া বেশ জটিল জিনিস। এর মধ্যে নানা বিষয় আছে। তবে আমরা খুব সহজ করে বোঝার চেষ্টা করব বিষয়টা।

এক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো, লঘুচাপ জিনিসটা খারাপ। এটি নানাভাবে সমস্যা তৈরি করে। লঘুচাপ মানে আশপাশের অঞ্চলের তুলনায় কোনো জায়গায় বায়ুর চাপ কম থাকা। জল-স্থলের সংযোগস্থলে এ রকম হয়। কীভাবে? দিনের বেলা সূর্যের তাপের কারণে স্থল বা মাটি পানির চেয়ে বেশি উত্তপ্ত বা উষ্ণ থাকে। এর কারণ, জলে যে পরিমাণ সূর্যের তাপ পড়ে, তার বেশির ভাগ প্রতিফলিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়, ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। মাটি এত তাপ প্রতিফলিত করতে পারে না। ফলে উষ্ণ হয়ে ওঠে। বৃষ্টির তীব্রতা বা মাত্রা

এই উষ্ণ মাটি আবার ওপরে থাকা বায়ুর তাপ বাড়িয়ে দেয়। তাপ বাড়লে বায়ুর অণুগুলো একে অন্যের চেয়ে তুলনামূলক দূরে সরে যায়। অর্থাৎ বাতাসের ঘনত্ব কমে যায়। ফলে বাতাস হয়ে যায় হালকা। এই উষ্ণ, হালকা বায়ু ওপরের দিকে উঠে গেলে নিচের অংশটা ফাঁকা হয়ে যায়। ফলে ওই জায়গাটায় তৈরি হয় লঘুচাপ। ওদিকে সমুদ্রের ওপরাংশে চলছে উল্টো ঘটনা। সমুদ্রের ওপরের বাতাস যেহেতু তুলনামূলক শীতল, তাই এর অণুগুলো কাছাকাছি অবস্থান করে। বায়ুর ঘনত্ব যায় বেড়ে। এই ভারী বায়ু নেমে আসে নিচের দিকে। ফলে সমুদ্রের ওপর বায়ুর চাপ বেড়ে যায়।

এখন পাশাপাশি যদি দুটো ঘটনার কথা ভাবি, একদিকে লঘুচাপ অঞ্চলের হালকা বাতাস ওপরের দিকে উঠে গেল। অন্যদিকে আশপাশের উচ্চ চাপ অঞ্চলের শীতল, ভারী বায়ু ছুটে আসতে শুরু করেছে এই লঘুচাপ অঞ্চলের দিকে। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই সৃষ্টি হয় ঘূর্ণি। রাতের বেলা আবার উল্টো ঘটনা ঘটে। জলের তাপধারণের ক্ষমতা বেশি। তাই রাতের বেলা মাটি দ্রুত সব তাপ বিকিরণ করে দেওয়ার পরও আশপাশের জল তাপ ধরে রাখে। ফলে রাতে মাটি হয়ে যায় তুলনামূলক ঠান্ডা। আর সমুদ্রের পানি হয়ে যায় তুলনামূলক উষ্ণ। বুঝতেই পারছেন, এর ফলে রাতের বেলা সমুদ্রের ওপর লঘুচাপ তৈরি হয়। আর মাটির ওপরের উচ্চ চাপের বায়ু সেদিকে ছুটে যেতে থাকে। এর ফলেও তৈরি হয় ঘূর্ণি। সাধারণত সমুদ্রে যেখানে এ রকম হয়, তার কেন্দ্রের চারপাশের বাতাসের গতিবেগ যদি ঘণ্টায় ১৭ থেকে ৩০ কিলোমিটার হয়, তাহলে তাকে বলে লঘুচাপ। আর এই লঘুচাপের শক্তি বেড়ে গিয়ে যখন বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩১ থেকে ৪০ কিলোমিটার হয়ে যায়, তখন সেটা পরিণত হয় নিম্নচাপে। অর্থাৎ লঘুচাপের আরও ভয়ংকর রূপ হলো নিম্নচাপ। এই যে নিম্নচাপ তৈরি হলো, সেটা কিন্তু এক জায়গায় স্থির থাকে না। আশপাশের কোনো অঞ্চলের উচ্চ চাপের তুলনায় তার শক্তি যদি বেশি হয়, তখন এটি ওই অঞ্চলের দিকে যেতে থাকে। নিম্নচাপ আসলে ঘূর্ণিবায়ুর প্রবাহ। তাই এটি যেদিকে গিয়ে স্থির হবে বা যেখানে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে অবস্থান করবে, সেখানে হতে পারে ঘূর্ণিঝড়।

জল-স্থল যেখানে পাশাপাশি, সেখানে নিয়মিত হারে লঘুচাপ, নিম্নচাপ ইত্যাদি তৈরি হয়। আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের জল এতে শক্তি জোগায়। বায়ুর প্রবাহ একে একবার এদিকে, তো পরমুহূর্তে ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়। ঠিক এ কারণেই বাংলাদেশের মতো অঞ্চলগুলোতে আবহাওয়া খুবই অস্থিতিশীল। কারণ, বাংলাদেশের অবস্থান ঠিক সমুদ্রের পাশে। একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন, চট্টগ্রামসহ সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী এই অঞ্চলগুলোই ঘূর্ণিঝড়ের প্রাথমিক স্বীকার। কারণ, এদিকের ঘূর্ণিঝড়গুলোর মূল কেন্দ্র ওই পাশের সমুদ্র।

আবহাওয়ার এ অস্থিতিশীলতা বেশি দেখা যায় দক্ষিণাঞ্চলে। যেখানে শুধুই সমুদ্র বা শুধু স্থল, সেসব অঞ্চলে এ রকম সমস্যা হয় না। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তাই ঘূর্ণিঝড় বা এ ধরনের আবহাওয়াগত দুর্যোগ কম দেখা যায়। বিভিন্ন ধরণের বাতাসের বেগ এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো মেঘ। ট্রপোস্ফিয়ার বা বায়ুমণ্ডলের নিচের দিকের স্তরের মেঘই মূলত বৃষ্টির জন্য দায়ী। কিছুটা ওপরের দিকের মেঘ বৃষ্টিতে এতটা ভূমিকা রাখে না। নদী, সমুদ্র ইত্যাদি জলাধার থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি। এ থেকেই বৃষ্টি নামে। এ বিষয়টি সবারই জানা। তবে একটি বিষয় বলে রাখা প্রয়োজন। মেঘ কখন কোথায় থাকবে, তা মূলত নির্ভর করে মেঘের ঘনত্ব এবং বাতাসের গতিবেগের ওপর। ঘনত্ব বেশি হলেই সাধারণত ভারী বৃষ্টি হয়। হালকা মেঘ সামান্য বৃষ্টি হয়েই শেষ হয়ে যায়। আর বাতাসের গতিবেগ হালকা মেঘকে সহজে ভাসিয়ে নিতে পারে। ভারী মেঘকে খুব একটা দূরে বাতাস বয়ে নিতে পারে না। ফলে ভারী বৃষ্টি হয়। আবার আর্দতা বেশি হলে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মেঘ এবং বায়ুচাপের ওপরই মূলত নির্ভর করে কোনো অঞ্চলের তাপমাত্রা কেমন হবে, আর্দতা কেমন হবে ইত্যাদি। আরও নানা বিষয় আছে অবশ্য। কোনো অঞ্চলে উদ্ভিদের পরিমাণ, সে অঞ্চলে পাহাড় আছে কি না, এ রকম নানা কিছু।

এই ছোট্ট লেখায় খুঁটিনাটি সব বিষয় ব্যাখ্যা করা কঠিন। তাই আর গভীরে যাব না। তার চেয়ে বরং নিচের তালিকায় একনজরে দেখতে পাবেন ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টির নানা ধরন। ঘূর্ণিঝড়ের সময় বাড়ির বাইরে অবস্থান না করাই ভালো। বাইরে থাকলে চেষ্টা করতে হবে কোথাও ছাদ খুঁজে নিয়ে আশ্রয় নিতে। কাজে সামান্য দেরি হলেও এর ফলে নিরাপদে থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। কিছুটা সচেতনতা জীবন বাঁচিয়ে দিতে পারে আপনার ও আপনার প্রিয়জনের।

মঞ্চে ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে না কেন

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করছেন একদল শিল্পী। হঠাৎ পাশ থেকে সাদা ধোঁয়া এসে ঢেকে দিলো প্রায় সবকিছু। টিভিতে বা সরাসরি থিয়েটারে এ দৃশ্য হয়তো অনেকেই দেখেছেন। স্বাভাবিকভাবে হয়তো মনে প্রশ্ন এসেছে, এ ধোঁয়া কীসের তৈরি? স্বাভাবিক অবস্থায় ধোঁয়ার কারণে নাকের জল-চোখের জলএক হয়ে যায়। কাশতে কাশতে যেন ফুসফুসটা বের হয়ে আসতে চায়; সেখানে নির্বিকারভাবে শিল্পীরা কীভাবে ধোঁয়ার মাঝে অভিনয় করেন?

না, শিল্পীরা অতিমানব নয়। আমাদের মতো তাঁদেরও সাধারণ ধোঁয়ায় কষ্ট হয়। বুঝতেই পারছেন, মঞ্চে যে ধোঁয়া দেখা যায়, সেটা সাধারণ ধোঁয়া নয়। বলতে পারেন, (অ) সাধারণ ধোঁয়া।

দেখতে ধোঁয়ার মতো হলেও কৃত্রিম এই বাষ্পকে কুয়াশা বলাই বেশি যৌক্তিক। মঞ্চে সৌন্দর্য্য বাড়ানোর জন্য এ কুয়াশা তৈরি করা হয়। আর কুয়াশা তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয় ড্রাই আইস। ড্রাই আইস বা শুকনো বরফ হলো কার্বন ডাই-অক্সাইডের হিমায়িত কঠিন রূপ। প্রায় মাইনাস ৭৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উচ্চচাপযুক্ত তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বরফে পরিণত করা হয়। মজার ব্যাপার হলো, কার্বন ডাই-অক্সাইডের বরফ অর্থাৎ ড্রাই আইসকে উষ্ণ করা হলে, এটা আর তরলে পরিণত হয় না। সাবলিমেট করে। মানে, সরাসরি বরফ থেকে বাষ্পে রূপান্তিত হয়। এ বাষ্পই দেখতে ধোঁয়ার মতো লাগে।

কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায় নানা রঙের ধোঁয়া ড্রাই-আইস যেহেতু সরাসরি কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়, তাই আবদ্ধ জায়গায়

এটা খুবই মারাত্মক হতে পারে। এ কারণে খোলা মঞ্চ বা পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যাবস্থা আছে এ ধরনের জায়গায় ড্রাই-আইসের সাহায্যে কৃত্রিম ধোঁয়া তৈরি করা হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের একটি অন্যতম উপাদান। নিঃশ্বাসের সঙ্গে কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড আমরা প্রতিনিয়তই গ্রহণ করি। মাত্রা বেশি না হলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আমাদের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। মঞ্চে বায়ুপ্রবাহ থাকায় এ গ্যাস বেশিক্ষণ এক জায়গায় থাকে না। ছড়িয়ে পড়ে বায়ুমণ্ডলে। ফলে, শিল্পী কিংবা দর্শক কারোরই তেমন ক্ষতি হয় না। ড্রাই-আইস, অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড মূলত গন্ধহীন ও বর্ণহীন। তবে, এ গ্যাস বায়ুর তুলনায় প্রায় ১ দশমিক ৫ গুণ ভারী। বরফ থেকে বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় তা আরও ভারী ও ঘন থাকে। ফলে, সাদা কুয়াশার মতো দেখায়। এছাড়া, মঞ্চে ধোঁয়া সৃষ্টি করার জন্য অনেক সময় আলাদাভাবে রঙ ও গন্ধ মেশানো হয়। কৃত্রিম ধোঁয়া তৈরি করা ছাড়াও খাবার হিমায়িত করতে রেফ্রিজারেটরসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও ড্রাই-আইস ব্যবহার করা হয়।

আশ্চর্য আবিষ্কার

শেফায়াত হোসেন

কাজ শেষ করে ঘুমাতে গেলেন প্রফেসর সাজিদ। তিনি একজন নামকরা পদার্থবিদ। বর্তমানে ন্যাশনাল রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি অবজারভেটরিতে কাজ করছেন। এ পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন অনেক গবেষণাপত্র। রাত প্রায় দুটো। হঠাৎ এক অদ্ভুত আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যায় প্রফেসরের। ওঠা মাত্রই চক্ষু চড়কগাছ! নীল বর্ণের তিনটা প্রাণী তার সামনে। দেখতে মানুষের মতো না হলেও কিছুটা সাদৃশ্য আছে। আকার খর্বকায়। মাথায় একজোড়া অ্যান্টেনা। প্রাণীগুলো বলল, ‘প্রফেসর সাজিদ, ভয় নেই। আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। মঙ্গলের অধিবাসী আমরা। বিপদে পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনার নতুন আবিষ্কারের ফর্মুলাটা আমরা চুরি করেছিলাম। কিন্তু, ফলাফলটা খুবই খারাপ হয়েছে। ওই রাসায়নিকটা প্রয়োগের ফলে কিছু মঙ্গলবাসী দৈত্যে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। ওরা আমাদের ধ্বংস করে ফেলবে। এখন আপনিই পারেন আমাদের রক্ষা করতে। আপনার আবিষ্কারের ফর্মুলা চুরি করায় আমাদের ক্ষমা করুন। দয়া করে আমাদের সঙ্গে মঙ্গলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।’

প্রফেসর অবাক হলেন। যে আবিষ্কারটি এখনো প্রকাশিত হয়নি, সেটি আবার চুরিও হয়ে গিয়েছে! আসলে কিছুদিন আগে প্রফেসর সাজিদ এমন একটি রাসায়নিক আবিষ্কার করেছেন, যা কোনো ক্ষুদ্র প্রাণীর ওপর প্রয়োগ করলে সেটি অনেক বড় হয়ে যায়। কিন্তু সেটা তো এখনো প্রকাশ করেননি কোথাও। প্রফেসর ভাবলেন, এরা হয়তো প্রয়োগটা ঠিকমতো করতে না পারায় এমন হাল হয়েছে। এদের কি সাহায্য করা যায়? ওরা তো আমার আবিষ্কারটাই চুরি করেছে। কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, মঙ্গলবাসীদের সাহায্য করবেন। না হলে তাঁদের গ্রহটি ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রফেসর বললেন, ‘কিন্তু তোমাদের গ্রহে যেতে তো আমার অনেক বছর লাগবে। আমার তো এত সময় নেই। এক সপ্তাহ পরই আমার রিসার্চ সেন্টারে যেতে হবে।’ প্রাণীগুলো বলল, ‘আমাদের মহাকাশযানে গেলে আপনি কয়েক মিনিটেই সেখানে পৌঁছে যাবেন।’ শুরু হলো মঙ্গলযাত্রা। মিনিট কয়েকের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন মঙ্গলে। প্রফেসর তাঁর পায়ের তলায় দেখতে পাচ্ছেন লাল মাটি। যেন স্বপ্ন দেখছেন। বিশেষ ধরনের পোশাক পরায় মঙ্গলের মাটিতে হাঁটতে ও অক্সিজেন নিতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। প্রাণীগুলো বলল, ‘প্রফেসর, আপনার নতুন আবিষ্কারটা বের করুন। প্রফেসর বললেন, ‘তোমরা কি আমার বড় বস্তু ক্ষুদ্র করার গবেষণার বিষয়েও জেনে গিয়েছ? কীভাবে জানলে?’ ‘আমরা আমাদের শক্তিশালী অ্যান্টেনার সাহায্যে সবকিছু জানতে পারি। সব ভাষা বুঝতে পারি।’ ‘ঠিক আছে। আমাকে তোমাদের ল্যাবে নিয়ে চলো। এখনো ওটা সম্পূর্ণ বানানো হয়নি।’ ভিনগ্রহীদের ল্যাবরেটরিতে গিয়ে প্রফেসর তাঁর কাজ শেষ করলেন। বললেন, ‘এই মিশ্রণ থেকে কয়েক ফোঁটা করে প্রতিটা দৈত্যের দিকে নিক্ষেপ করবে। এতেই তারা সাধারণ মঙ্গলবাসীতে পরিণত হবে।’ প্রাণীগুলো প্রফেসরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পুরস্কৃত করতে চাইল। প্রফেসর বললেন, ‘তোমরা আমার ওই আবিষ্কারটা আর ব্যবহার করবে না। ওটা ধ্বংস করে দেবে। আমিও এটি পৃথিবীতে প্রকাশ করব না। এতে পৃথিবীবাসীর বিপদ বাড়বে। আমি আর কোনো বিপদ চাই না। এটিই হবে আমার পুরস্কার। আমিও পৃথিবীতে তোমাদের ব্যাপারে কাউকে বলব না।’ এক সপ্তাহ কেটে গেছে প্রফেসর পৃথিবীতে এসেছেন। নিজের টেবিলে বসে সবকিছু মনে করতে চাইছেন। হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, মঙ্গলবাসীদের একজোড়া অ্যান্টেনা। ল্যাবে কাজ করার সময় ভুলে চলে এসেছে। অ্যান্টেনাটি মাথায় দিয়ে বাইরে বের হতেই তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সব প্রাণীর কথা বুঝতে পারছেন। তাঁর প্রিয় খরগোশটির কথাও বুঝতে পারছেন প্রফেসর। খরগোশটি তাকে বলছে, ‘ভিনগ্রহে সময়টা কেমন কাটল প্রফেসর ?’ তাহলে কি খরগোশটাও জানতে পেরেছে তার মঙ্গলযাত্রার কথা!

এ বছর এত গরম কেন

হুজায়ফা আহমদ।। চারদিকে কাঠফাটা রোদ। অসহ্য গরম। গত মাসেই আগের ৫৮ বছরের তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙেছে রাজধানী ঢাকায়। বোঝাই যাচ্ছে, গত বছরের তুলনায় এ বছর গরমের তীব্রতা বেশি। এ বছর যে গরমের তীব্রতা বেশি হবে, বিজ্ঞানীরা আগেই এর পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, এ বছর ইতিহাসের অন্যতম উষ্ণতম বছর হিসেবে রেকর্ড হতে পারে। গত বছর যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়। পাশাপাশি আরও জানানো হয়, এ বছর বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা শিল্পবিপ্লবের আগের (১৮৫০-১৯০০) সময়ের চেয়ে গড়ে ১ দশমিক ০৮ থেকে ১ দশমিক ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকবে।

২০২৩ সাল যে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা যে বাড়বে সেই পূর্বাভাস দেওয়ার নেতৃত্ব ছিলেন যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ নিক ডানস্টোন। তিনি বলেছেন, ‘বিশ্বব্যাপী গত তিন বছরের তাপমাত্রা ‘লা নিনা’ ইফেক্ট দিয়ে প্রভাবিত ছিল। এটা এখন শেষ হতে যাচ্ছে।’ ‘লা নিনা’ বলতে বোঝায় প্রশান্ত মহাসাগরের তাপমাত্রার শীতল অবস্থা। ‘লা নিনা’-র ফলে মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব নিরক্ষীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায় ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। ‘লা নিনা’ অবস্থান করলে ভারতীয় উপমহাদেশ অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হয়। গড় বন্যা স্বাভাবিকের তুলনায় এ সময় বেশি এলাকা প্লাবিত করে। ধারাবাহিক তিন বছরের এই ‘লা নিনা’ ইফেক্ট এ বছর শেষ হওয়ার কথা। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের তাপমাত্রা আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে। ইফেক্ট থাকাকালীন সময়ের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। আর এ কারণেই ২০২৩ সাল হবে ২০২২ সালের তুলনায় উষ্ণতর। ১৮৫০ সাল থেকে তাপমাত্রার হিসেব রাখা শুরু হয়। সে হিসেবে দেখা গেছে, ২০১৬ সাল ছিল উষ্ণতম বছর। ২০১৬ সালে ‘এল নিনো’ ইফেক্টের কারণে এত বেশি গরম দেখা দিয়েছিল। ‘এল নিনো’ মানে প্রশান্ত মহাসাগরের তাপমাত্রার উষ্ণ অবস্থা। ঠিক ‘লা নিনা’-র বিপরীত দশা। যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অ্যাডাম স্কাইফের মতে, ‘এল নিনো ছাড়া ২০২৩ সাল উষ্ণতম বছর নাও হতে পারে। তবে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের যে গতি, তাতে এ বছরও অন্যতম উষ্ণতর বছর হওয়ার সম্ভাবনা আছে।’ উষ্ণতম বছরের রেকর্ড রাখা শুরু হয় ২০১৪ সাল থেকে। তখন থেকে গড় বৈশ্বিক তাপমাত্রা শিল্পবিপ্লবের আগের সময়ের তুলনায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। তবে ‘এল নিনো’-র প্রভাব থাকলে তাপমাত্রা আগের সব বছরের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের রিডিং ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অ্যান্ডি টার্নারের মতে, ‘এল নিনো সম্পর্কে জুন মাসে বেশ পরিষ্কারভাবে জানা যাবে।’

তবে কিছুটা ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জেমস হ্যানসেন। তাঁর মতে, ‘২০২৪ সালে দেখা যেতে পারে ‘এল নিনো’-র প্রভাব।’ অর্থাৎ, আগামী বছর হতে পারে উষ্ণতম বছর। বড় ধরনের ‘এল নিনো’ প্রভাব দেখা দিলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। যা মারাত্মক জলবায়ু বিপর্যয়ের মুখোমুখি করবে বিশ্ববাসীকে। বিশ্বব্যাপী মানুষের গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ ইতিমধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনই কার্বন নিঃসরণ ও গ্রিন হাউজের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হয়ে যথার্থ পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতি ও গরমের মধ্যে থাকতে হবে আমাদের।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ওড়িশাকে ৮,২০০ কোটি টাকার রেলপথ উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ওডিশায় ৮,২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি রেল প্রকল্প চালু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সময় প্রধানমন্ত্রী পতাকা নাড়িয়ে পুরী এবং হাওড়ার মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেন।

এই ট্রেনটি ওডিশার খুড়দা, কটক, জাজপুর, ভদ্রক, বালাসোর জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে যাবে। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ওডিশায় যে রেল প্রকল্পগুলি নেওয়া হচ্ছে তা উল্লেখযোগ্যভাবে সংযোগ বাড়াবে এবং নাগরিকদের জন্য "যাওয়ার সহজতা" বাড়াবে। তিনি আরও বলেন, বন্দে ভারত ট্রেন আধুনিক ভারত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয় উভয়েরই প্রতীক হয়ে উঠছে। আজ যখন বন্দে ভারত পেরিয়ে যাচ্ছে, তাতে ভারতের গতি দৃশ্যমান, অগ্রগতি দৃশ্যমান।

এদিন প্রধানমন্ত্রী পুরী এবং কটক রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

রেল যাত্রীদের বিশ্বমানের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য পুনর্নির্মিত স্টেশনগুলিতে সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে। প্রধানমন্ত্রী ওডিশায় রেল নেটওয়ার্কের ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়ন উৎসর্গ করেছেন।

এটি অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কমিয়ে দেবে। এর পাশাপাশি আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের ওপর নির্ভরতাও কমবে।

এছাড়া এদিন প্রধানমন্ত্রী সম্বলপুর-তিতলাগড় রেললাইন দ্বিগুণ করারও উদ্বোধন করেন। তিনি বেশ কয়েকটি রেল প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন যা ওডিশায় ইস্পাত, বিদ্যুৎ এবং খনির ক্ষেত্রে দ্রুত শিল্প বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক চাহিদা মেটাবে।

এর পাশাপাশি এই রেল সেকশনে যাত্রী পরিবহনের চাপ কমাতেও সাহায্য করবে।

ইটাহার হাসপাতালের চিকিৎসককে মার, কর্মবরতিতে বন্ধ পরিষেবা

দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ মে (হি. স.) : সাপে কাটা রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার উত্তেজনা দেখা দেয় ইটাহার ব্লক হাসপাতালে। বেধড়ক মারধর করা হয় ডাক্তারকে। প্রতিবাদে কালো ব্যাজ পড়ে কর্মবিরতিতে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। ফলে হাসপাতালে এসে পরিষেবা পাননি রোগীরা। সব মিলিয়ে উত্তপ্ত হাসপাতাল চত্বর। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ঘটনাস্থলে পুলিশ।

ঘটনার সূত্রপাত বুধবার রাতে। দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর ব্লকের সইদপুরের বাসিন্দা মন্টু পালকে সাপে কামড়ায়। তড়িঘড়ি তাঁকে ইটাহার ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে পাঠানো হয় রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসা শুরু হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। বৃহস্পতিবার ভোরে মৃত্যু হয় মন্টুর। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের পরিবারের সদস্যরা।

অভিযোগ, মন্টুর মৃত্যুর পরই মৃতের পরিবার ও পরিজনরা চড়াও হন ইটাহার হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎকর সফিকুল আলিকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ভাঙচুর চলে হাসপাতালে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসা না করেই অন্যত্র পাঠানো হয়েছিল মন্টুকে। সেই কারণে এই মৃত্যুর ঘটনা।

এরপরই পালটা ক্ষোভে ফেটে পড়েন চিকিৎসক-নার্সরা। প্রতিবাদে কর্মবিরতির ডাক দেন তাঁরা। সব মিলিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এর জেরে, কর্মবিরতি চলছে। চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হয় রোগীরা।

এ বিষয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ) সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "তদন্ত করা হচ্ছে। কী হয়েছিল, কেন রোগীর মৃত্যু তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

'দ্য কেরালা স্টোরি' তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

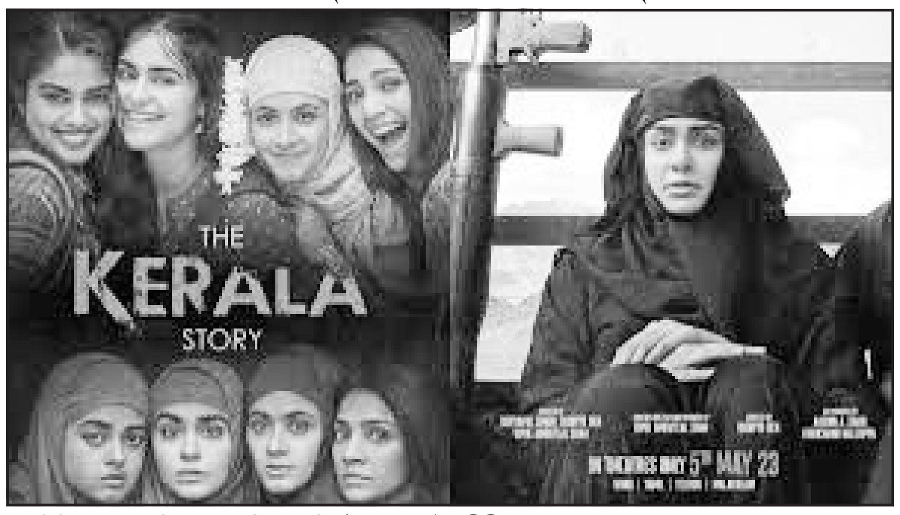

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি. স.) : সুপ্রিম কোর্টে 'দ্য কেরালা স্টোরি' নিষেধাজ্ঞা মামলায় স্থগিতাদেশ। বৃহস্পতিবার 'দ্য কেরালা স্টোরি' ছবির উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাপানো নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এই নির্দেশ দিয়েছেন। দেশের শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের জেরে পশ্চিমবঙ্গে কেরালা স্টোরির প্রদর্শনীতে কোনও বাধা রইল না।অবশেষে ফের বাংলায় দেখা যাবে পরিচালক সুদীপ্ত সেনের এই ছবি।

'দ্য কেরালা স্টোরি' ছবিটি মুক্তির পর থেকেই তা নিয়ে বিতর্ক ছড়িয়েছে। বাঙালি পরিচালক সুদীপ্ত সেনের তৈরি এই সিনেমা প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিচ্ছে এই অভিযোগে নিষেধাজ্ঞার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখার যুক্তিও দিয়েছিলেন তিনি। তামিলনাড়ুতেও এই ছবির প্রদর্শনে বাধা আসছে বলে অভিযোগ করেছিলেন ছবি নির্মাতারা। বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় দ্য কেরালা স্টোরির প্রযোজক সংস্থা সানশাইন প্রোডাকশন। সেই মামলার শুনানি বৃহস্পতিবার হচ্ছে দেশের শীর্ষ আদালতে। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচুড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে হচ্ছে এই মামলার শুনানি হয়। 'দ্য কেরালা স্টোরি'-র নির্মাতাদের হয়ে সপ্রিম কোর্টে মামলা লড়ছেন সিনিয়র আইনজীবী হরিশ সালভে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। বৃহস্পতিবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে সওয়ালের সময় দাবি ছবি নির্মাতাদের আইনজীবীর সওয়াল করেন, এই ছবি সিবিএফসি-র ছাড়পত্র পেয়েছে। এই ছবির বৈধ ছাড়পত্র রয়েছে। ছবির প্রদর্শন বন্ধ করলে এই ছাত্রপত্রকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। এদিন কেরালা স্টোরির প্রদর্শনী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হলফনামা আদালতে পাঠ করে সালভে বলেন, "মহারাষ্ট্রে একটি ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেখানে ছবি নিষিদ্ধ হয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহারাষ্ট্রের ঘটনা নিয়ে চিন্তিত এবং ছবির উপর নিষেধাজ্ঞা করেছে।"

পশ্চিমবঙ্গে "দ্য কেরালা স্টোরি" নিষিদ্ধ হওয়ার প্রসঙ্গে "ভবিষ্যতের ভূত" সিনেমার উদাহরণ সুপ্রিম কোর্টে তুলে ধরলেন ছবি নির্মাতাদের আইনজীবী। এই ছবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দিয়েছিল তা আদালতে উত্থাপন করেন হরিশ সালভে। ছবি নির্মাতাদের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, কেরলের নির্যাতিতা এবং তাঁদের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে এই ছবি তৈরি করা হয়েছে। এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে কোনও দাবি করা হয়নি এই ছবিতে। তিনি আরও জানিয়েছেন, টিজারে যে ৩২ হাজার মহিলার কথা উল্লেখিত হয়েছিল তাও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে শুনানির সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি বলেছেন, 'প্রথমে বলা হয়েছিল ৩২ হাজার সাক্ষীর বয়ানের ভিত্তিতে এই ছবি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কথা বলা হয়েছে তিন জনের সঙ্গে। এ নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। ওটিটিতে দেখানো নিয়ে আমাদের কোনও বিরোধিতা নেই। কিন্তু পাবলিক এক্সিবিউশন বা জনসমক্ষে এই ছবির প্রদর্শন নিয়ে আপত্তি রয়েছে। মোবাইলে এটা দেখা যেতে পারে।'

এসময় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, জনসমাজের ভাবাবেগের উপর মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার নির্ভর করতে পারে না। জনগণের ভাবাবেগের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আপনার যদি ভাল না লাগে, আপনি দেখবেন না।

'দ্য কেরালা স্টোরি' নিয়ে শুনানির সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার অসহিষ্ণু বলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি বলেছেন, "অসহিষ্ণুতা সহ্য করা যায় না! প্রকাশ্যে আবেগ প্রদর্শনের ভিত্তিতে বাক-স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার নির্ধারণ করা যায় না। আবেগের প্রকাশ্য প্রদর্শন রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।যদি আপনার পছন্দ না হয়, তাহলে দেখবেন না। বক্স অফিসের উপর ছেড়ে দিন পুরো বিষয়টা।"

প্রসংত, মে মাসের ৫ তারিখ মুক্তি পায় পরিচালক সুদীপ্ত সেনের 'দ্য কেরালা স্টোরি'। মুক্তির প্রথম দিন থেকেই এই ছবি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ছবি মুক্তির তিন দিনের মাথায় অর্থাৎ ৮ মে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, "এই কেরালা স্টোরি, কাশ্মীর ফাইলস কিছু মানুষকে অসম্মান করার জন্যই তৈরি হয়। আমি সিপিআইএমকে সমর্থন করছি না। আমি মানুষের কথা বলছি। আমি সিপিএম পার্টির কথা বলছি না। কারণ, তাঁরা বিজেপির সঙ্গে কাজ করছে। এটার সমালোচনা তো তাঁদেরই করা উচিত। কিন্তু তাঁরা তো বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। আমি সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, তাঁর পার্টি বিজেপিকে সাহায্য করছে। আর সেই কারণেই কেরালা স্টোরি তৈরি হচ্ছে বিকৃত তথ্য নিয়ে।" তারপরই বাংলায় এই ছবির প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

আজ প্রকাশিত হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল

কলকাতা, ১৮ মে (হি.স.): প্রতীক্ষা এবার শেষ হতে চলেছে, ১৯ মে (শুক্রবার) প্রকাশিত হতে চলেছে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে ফলঘোষণা শুরু হবে। প্রথমে পর্ষদের সাংবাদিক বৈঠক, তার পর হবে ফল ঘোষণা। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা শেষ হয় ৪ মার্চ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন, মে মাসে ফলপ্রকাশ করা হবে। সেই অনুযায়ী ১৯ মে ফল প্রকাশিত হতে চলেছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় সাংবাদিক বৈঠক করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা ফল জানানো হবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ন্দ্রত্নত্নন্ত্র.ন্দ্রত্ন.ন্ধুন্তুদ্র এবং ন্দ্রত্নন্ত্রন্ডনর্ঠন্.দ্ধুত্নহদ্র-এ গিয়ে ফলাফল জানতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার ফল ঘোষণার আগে যথেষ্ট উৎকণ্ঠার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা।

২০২২ সালের তুলনায় এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে গিয়েছে। গতবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৭৫। সেখানে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯২৮। এবার ছাত্রের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯০ হাজার ১৭২ জন। ছাত্রীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ২১। পর্ষদের দাবি, করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে।

আম্বালার বিজেপি সাংসদ রত্তন লাল কাটারিয়া প্রয়াত, প্রধানমন্ত্রীর শোক

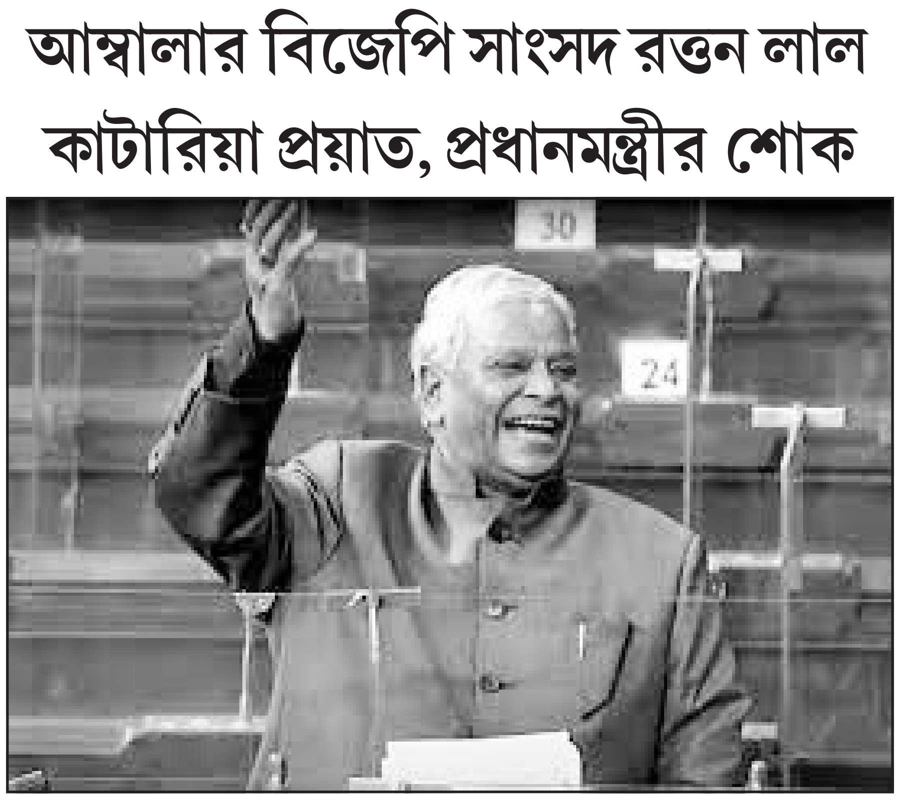

আম্বালা, ১৮ মে (হি.স.): প্রয়াত হয়েছেন হরিয়ানার আম্বালার বিজেপি সাংসদ রত্তন লাল কাটারিয়া। শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে চন্ডীগড়ের পিজিআই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে প্রবীণ এই নেতার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। দীর্ঘ অসুস্থতার পর বৃহস্পতিবার জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। বিজেপি সাংসদ রত্তন লাল কাটারিয়ার প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার। শোকবার্তায় খাট্টার জানিয়েছেন, 'সমাজের স্বার্থে এবং হরিয়ানার মানুষের উন্নতির লক্ষ্যে তিনি সর্বদা সংসদে সরব হয়েছিলেন। তাঁর প্রয়াণ রাজনীতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।'

তিন-বারের বিজেপি সাংসদ রত্তন লাল কাটারিয়া অসুস্থ অবস্থায় চন্ডীগড়ের পিজিআই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বৃহস্পতিবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। ২০২১ সালের ৭ জুলাই পর্যন্ত জলশক্তি মন্ত্রক এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন কাটারিয়া। কংগ্রেস প্রার্থী রাজ কুমার বাল্মীকিকে পরাজিত করে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসাবে আম্বালা থেকে ষষ্ঠদশতম লোকসভায় নির্বাচিত হন তিনি। এর আগে, তিনি বিজেপি প্রার্থী হিসাবে আম্বালা থেকে ত্রয়োদশতম লোকসভাযতেও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

হরিয়ানার আম্বালার বিজেপি সাংসদ রত্তন লাল কাটারিয়ার প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকবার্তায় তিনি জানিয়েছেন, জনসেবা ও সামাজিক ন্যায়বিচারে প্রচুর অবদান রেখেছেন রত্তন লাল কাটারিয়া। শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে চন্ডীগড়ের পিজিআই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন কাটারিয়া। মৃত্যুকালে প্রবীণ এই নেতার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। দীর্ঘ অসুস্থতার পর বৃহস্পতিবার জীবনাবসান হয়েছে তাঁর।

কাটারিয়ার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'সাংসদ ও প্রাক্তন মন্ত্রী রত্তন লাল কাটারিয়াজির মৃত্যুতে শোকাহত। তিনি জনসেবা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি নিজের অসামান্য অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। হরিয়ানায় বিজেপিকে শক্তিশালী করতে তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা। ওম শান্তি।'

অভিষেক-কুন্তলকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : শুধু ইডি এবং সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ নয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মোটা টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনা জানান, অভিষেক এবং কুন্তল দু'জনকে ২৫ লক্ষ করে অর্থাৎ ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলায় বৃহস্পতিবার রায়দান ছিল হাই কোর্টে। জরিমানার নির্দেশ দিলেও কেন এই জরিমানা, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে এ দিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

গত ২৯ মার্চ কলকাতার শহিদ মিনারে ছাত্র ও যুব তৃণমূলের এক সমাবেশে অভিষেক দাবি করেছিলেন, মদন মিত্র এবং কুণাল ঘোষের মতো নেতারা যখন কেন্দ্রীয় সংস্থার হেফাজতে ছিলেন, তখন তাঁদেরকেও অভিষেকের নাম নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাচক্রে, তার পর দিনই কুন্তলকে আদালতে পেশ করা হয় এবং আদালতে ঢোকার মুখে কুন্তল দাবি করেন, নিয়োগ মামলায় অভিষেকের নাম বলানোর চেষ্টা হচ্ছে তাঁকে দিয়ে। সিবিআই এবং ইডি তাঁর ওপর এর জন্য চাপ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করেছিলেন কুন্তল।

পরে কুন্তলের এই দাবি এবং চিঠি সংক্রান্ত মামলা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে উঠলে তিনি বলেছিলেন, ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দু'জনের এই একই ধরনের দাবি কাকতালীয় হতে পারে না। এই মামলায় তদন্তের নির্দেশ দিয়ে বিচারপতি বলেছিলেন, দরকারে অভিষেককেও জেরা করতে পারবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি এবং সিবিআই।বৃহস্পতিবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই নির্দেশ বহাল রেখেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা লোকসভা সাংসদ অভিষেককে জরিমানার নির্দেশ দেন হাই কোর্টের বিচারপতি সিনা।

সপরিবারে সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিলেন নাড্ডা, দেশের সমৃদ্ধির জন্য করলেন প্রার্থনা

মুম্বই, ১৮ মে (হি.স.): দু"দিনের মহারাষ্ট্র সফরে এসেছেন বিজেপির সর্বভারতী সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। সফরের অন্তিম দিন বৃহস্পতিবার সকালে সপরিবারে মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিয়েছেন নাড্ডা। সিদ্ধিদাতাকে ফল, প্রসাদ, বস্ত্র উৎসর্গ করে পুজো শেষে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন তিনি।

মুম্বই সফরে থাকাকালীন বৃহস্পতিবার সকালে সপরিবারে মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিয়েছেন নাড্ডা। প্রতিটি মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি ও দেশের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেছেন নাড্ডা। নাড্ডা টুইট করে লিখেছেন, গণপতি বাপা সমস্ত দেশবাসীর জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সর্বোত্তম স্বাস্থ্য প্রদান করুক, এই কামনা করছি।

টানা ৭ মিনিটের হাততালি, কান চলচ্চিত্র উৎসবে কেঁদে ফেললেন জনি ডেপ!

কলকাতা, ১৮ মে (হি.স.): কান চলচ্চিত্র উৎসবে টানা ৭ মিনিটের হাততালি, কেঁদে ফেললেন অভিনেতা জনি ডেপ। বাস্তব জীবনে অনেক কঠিন পথ পেরিয়েছেন। এখন আবার কাজে মন দিয়েছেন। সাফল্যও মিলতে শুরু করেছে। তবে এবার এমন এক অভিজ্ঞতা হল, যাতে কেঁদে ফেললেন হলিউড তারকা জনি ডেপ।

ঘটনা কী? বিস্তারিতভাবেই বলা যাক। কান চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছিল জনির নতুন ছবি 'জেন ডু ব্যারি'। বায়োগ্রাফিক্যাল এই ড্রামা পরিচালক-প্রযোজক ফরাসি তারকা মায়েন। তিনিই নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। জনি হয়েছেন ফরাসি রাজা লুই। এই ছবি দেখেই টানা সাত মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছেন কান চলচ্চিত্র উৎসবের দর্শকরা। আর তা দেখেই কেঁদে ফেলেছেন জনি ডেপ।

কিন্তু কষ্ট করে হলেও ছবি তৈরি করেছেন মায়েন। আর তাতে রাজা লুই হিসেবে অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছেন জনি। তিনি নিজেও বহুদিন পর পরিচালনায় হাত দিচ্ছেন। তৈরি করছেন ইটালির শিল্পী আমেদিও মোদিগিলানির বায়োপিক। আর তার নাম দিয়েছেন 'মোদি'।

এগরার বিস্ফোরণের ছবি দেখে শিউরে উঠলেন প্রধান বিচারপতি

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : এগরায় বিস্ফোরণের ছবি দেখে শিউরে উঠলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। এই ঘটনায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাই কোর্ট।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, বিস্ফোরণের যা 'ভয়াবহতা', তাতে বিস্ফোরক আইনে মামলা রুজু করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইডি) এ বিষয়ে খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে। বিস্ফোরক আইনে মামলা হলে আইন মেনে তদন্ত করতে পারবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-ও। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর করা একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে আদালত বৃহস্পতিবার এই পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট।

মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় একটি বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন ৮ জন। আহত বেশ কয়েক জন। সেই ঘটনার ছবি দেখে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বৃহস্পতিবার মন্তব্য করেন, "হে ভগবান! কী হয়েছে! মৃতদেহগুলি একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে।" তার পরেই হাই কোর্ট এই বিস্ফোরণ নিয়ে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করেছে।

তাদের পর্যবেক্ষণ, "বিস্ফোরণের ভয়াবহতা এবং মৃত্যু দেখে মনে হচ্ছে, বিস্ফোরক আইনে মামলা রুজু করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যে হেতু তদন্ত শুরু হয়েছে, তাই সিআইডি খতিয়ে দেখে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। আবার বিস্ফোরক আইনে মামলা হলে আইন মোতাবেক এনআইএর-ও তদন্ত করবার অধিকার থাকবে।"

রাজ্য বিজেপি আগেই এগরার ওই ঘটনায় এনআইএ তদন্ত চেয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুও একই দাবি জানান। সেই দাবি নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থও হন। তাঁর মামলা করার আবেদন বুধবার মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাই কোর্ট। মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের বেঞ্চ। জরুরি ভিত্তিতে মামলা শোনার আর্জি জানিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোনও রকম রান্না ছাড়াই পেট ভরান

শরীর সুস্থ রাখতে হলে বাড়তি ওজন কমিয়ে ফেলতেই হবে। ওজন বাড়লে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা আসতে পারে। হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড এমনকী ক্যানসারেরও কারণ হতে পারে অতিরিক্ত ওজন। এসব ছাড়াও কোমরের সমস্যা, হাঁটু ব্যথা, শরীরের সর্বত্র ব্যথা-বেদনা লেগেই থাকে।

ওজন বাড়লে কমে যায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও। ওজন কমাতে গেলেই যে দুটি বিষয় প্রথম মাথায় আসে তা হল ডায়েট এবং শরীরচর্চা। নিয়মিত যদি ডায়েট মেনে চলা যায় তাহলে অনেকটাই ওজন কমিয়ে ফেলা যায়। কম তেল মশলায় রান্না আর খাবারের পরিমাণ মেপে খেলে আর কোনও সমস্যা থাকে না। এছাড়াও ডায়েটের প্রয়োজনে বিশেষ কিছু খাবারের পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা। অনেকের ক্ষেত্রে রান্না করার সময় থাকে না। সেক্ষেত্রে মেনে চলতে পারেন এই সব ডায়েট প্ল্যান। এতে রান্না করার প্রয়োজন নেই। অফিসের কাজ সামলে চটজলদি বানিয়ে নিতে পারবেন আর ওজনও কিন্তু কমবে। পাশাপাশি ৩০ মিনিট যে কোনও রকম শরীরচর্চা করতে হবে। এই ডায়েট মানতে পারলে ডিমের আর প্রয়োজন পড়বে না।

দিনের শুরু যে ভাবে করবেন- দিনের শুরুতেই দু গ্লাস জল খান। কোনও রকম গরম জল বা লেবু মিশিয়ে খাওয়ার প্রয়োজন নেই। সাধারণ তাপমাত্রায় রাখা জল খাবেন। কোনও রকম ফ্রিজের জল নয়। এর ১০ মিনিট পর খান জিরে আর জোয়ান ভেজানো জল। জোয়ান-জিরে আগের রাতে একগ্লাস জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন তা ফুটিয়ে ছেঁকে নিয়ে খান। এতে কাজ হবেই। এরপর ব্রেকফাস্টের পালা। ব্রেকফাস্টে খান পিনাট স্যান্ডউইচ। দু পিস ব্রাউন ব্রেড নিয়ে ওর মধ্যে পিনাট বাটার মাখিয়ে কলা স্লাইস করে দিয়ে স্যান্ডউইচ বানিয়ে নিন। এছাড়াও আপেল, পেঁপে, লাল আঙুর, বেদানা আর ২ চামচ টকদই মিশিয়ে স্যালাড বানিয়ে নিন।

মিড মর্নিং স্ন্যাকস হিসেবে খান এক গ্লাস ডাবের ডল। ডাবের জল সঙ্গে সঙ্গেই কেটে খান। কেটে ফেলে রাখবেন না। দুপুরের খাবারের ১ ঘণ্টা আগে আপেল সিডার ভিনিগার খান। এতে মেটাবলিজম ভাল হবে। এরপর লাঞ্চে খান চানা স্যালাড। ছোলা অথবা কাবুলি চানা সিদ্ধ করে নিন ১৫০ গ্রাম। এরপর এর সঙ্গে শসা, টমেটো, পেঁয়াজ কুচি, লেটুস পাতা আর লেবুর রস মিশিয়ে নিন। দিন একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। উপর থেকে ছানা ছড়িয়ে দিন। ব্যাস তৈরি প্রোটিন প্যাক। এছাড়াও আমন্ড মিল্ক আর দুটো কলা দিয়ে ব্যানানা শেক মিশিয়ে খেতে পারেন।

বিকেলে এক কাপ চা বা কফির সঙ্গে ৩০ গ্রাম বাদাম খান। বাদামের চাট বানিয়ে খেতে পারেন। অথবা শুকনো একমুঠো মুড়ির সঙ্গে বাদাম দিয়ে খান। এছাড়াও জিরে জলের সঙ্গে ৫ টা আমন্ড আর দুটো ওয়ালনাট খান।

ডিনারে স্যান্ডউইচ খান। গাজর, ক্যাপসিকাম, কর্ন, টম্যাটো, লেটুস পাতা খুব কুচি কুচি করে কেটে নিন। এবার টকদই, গোলমরিচ আর এই সব সবজি খুব ভাল করে মিশিয়ে নিন। এবার দুটো ব্রেডের মধ্যে এই পুর ভরে দিন। অথবা একটা রুটির মধ্যে পুর হিসেবে ভরেও খেতে পারেন। ডিনারে কে বাটি পাকা পেঁপেও খেতে পারেন। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে জিরে জল বা ক্যামোমাইল টি খান এককাপ।

চিকেন খাওয়ার আগে এই কাজটি করুন

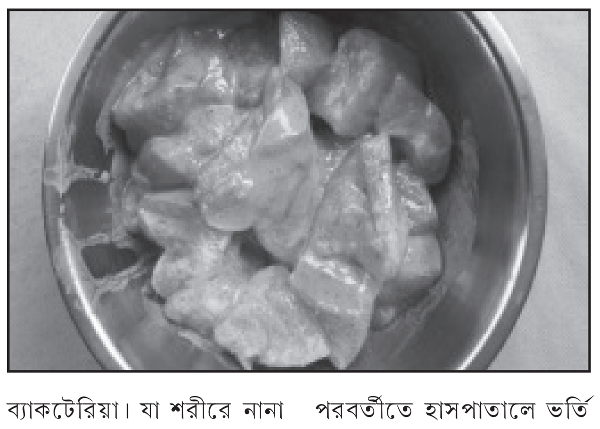

এই প্রজন্মের অধিকাংশই চিকেন, ডিম ছাড়া অন্য কোনও কিছু খেতে পছন্দ করেন না। সবজির আশপাশ দিয়েও যায় না। পাতে দু টুকরো চিরেন থাকলেই গন্ধে গন্ধে খাওয়া হয়ে যায়। আজ থেকে বছর ১৫ আগেও সপ্তাহে একদিনের বেশি মুরগির মাংস আসত না বাড়িতে। চিকেনের প্রবেশ এখন সর্বত্রই। চাউমিন, চিলি চিকেন, ম্যাগি, ফুচকা, বার্গার, পিতা এই সব কিছুর মধ্যেই মেশানো থাকে চিকেন।

সাধারণ স্যান্ডউইচও অনেকে চিকেন ছাড়া ভাবতে পারেন না। চিকেনের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন। আর চিকেন যে ভাবে খুশি রান্না করে খাওয়া যায়। তবে খাওয়ার আগে এই কয়েকটি ব্যাপারের দিকে নজর দিতেই হবে। মাংসের মধ্যে থাকে ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া। যা শরীরে নানা বিপজ্জনক রোগের সৃষ্টি করে। যে কারণেন মুরগির মাংস খাওয়ার আগে অবশ্যই ভাল করে ধুয়ে নেবেন। চিকিতকদের মতে মাংস যদি ভাল করে না ধোওয়া হয় বা সিদ্ধ যদি ঠিকমতো সিদ্ধ না হয় তাহলে সেখান থেকে সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়। এমনকী পরবর্তীতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়।

বাসি-পচা মাংস খেলে তার একাধিক উপসর্গ থাকে। পেট ব্যথা, বমি. ডায়ারিয়া, ব্লোটিং এর সমস্যা এমনকী জটিল রোগও হতে পারে। অনেক সময় মুরগির ভিতর টিউমার বা অন্য কোনও জটিল রোগ থাকতে পারে। সেখান থেকে হতে পারে অন্য শারীরিক সমস্যাও। মুরগির মাংসে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া থাকার অর্থই তা সংক্রমিত হয়ে গিয়েছে। এই ধরণের মাংস একেবারেই খাওয়ার উপযুক্ত নয়। মুরগির মাংস প্যাকেট খুললেই যদি গন্ধ করে, হড়হড়ে ভাব থাকে বা মাংসের রং সবুজ বর্ণ ধারণ করে তাহলে একেবারেই খাবেন না। কারণ ওই মাংস নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফ্রেশ মাংসের মধ্যে কোনও হড়হড়ে ভাব থাকে না। যদি মাংস ধুতে গিয়ে এরকম কোনও কিছু মনে হয় তাহলে একেবারেই খাবেন না। আগে থেকে কেটে রাখা মাংসও কিনবেন না। মাংস সব সময় ফোর্সে জল খুলে তবেই ধুয়ে নেবেন। এরপর তা ভাল করে জল ঝরিয়ে নিয়ে ১৬৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে রান্না করতে হবে।

মেটাবলিজম বাড়লে তবেই ওজন কমবে

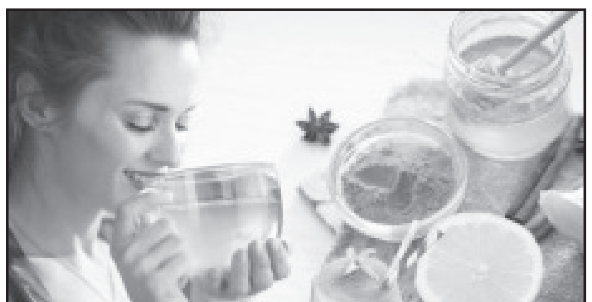

কথায় বলে দিনের শুরু যেভাবে হয় সারাদিনটা সেভাবেই কাটে। আর তাই সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা যেমন জরুরি তেমনই প্রয়োজন শরীরচর্চারও। সকালে উঠে এক কাপ ব্ল্যাক কফি আর হাতে একটা সিগারেট স্টাইল হতে পারে তবে রোজকার জীবনে তা যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে ফল হয় মারাত্মক। চা দিয়ে কখনই দিনের শুরু হতে পারে না।

রাতের খাবার খাওয়ার পর ব্রেকফাস্টের মধ্যে একটা দীর্ঘ সময় গ্যাপ থাকে। আর তাই চা-কফি খেয়ে উপবাস ভাঙা কাম্য নয়। দিনের শুরুতে যদি একগ্লাস ডিটক্স ওয়াটার দিয়ে দিন শুরু করেন তাহলে সারা দিন আপনি নিজে সুস্থ থাকবেন। গ্যাস, অম্বল বা ব্লোটিং এর সমস্যা হবে না। পেট খারাপ হবে না। সেই সঙ্গে উল্টোপাল্টা কোনও কিছু খেতেও ইচ্ছে করবে না।

কফি কিংবা চা ছাড়া ঘুম ভাঙে না আর ধূমপান না করলে পেট পরিষ্কার হয় না এসবই হল ভ্রান্ত ধারণা। এই সব যুক্তির কোনও ভিত্তি নেই। তাই দিনের শুরুতেই খান এক গ্লাস ডিটক্স ওয়াটার। এবার মনে হতেই পারে কি এই ডিটক্স ওয়াটার?

হজম থেকে ওজন নিয়ন্ত্রণ এই সব কিছুই নির্ভর করে আমাদের মেটাবলিজমের উপর। মেটাবলিজম যত ভাল হয় তত দ্রুত ওজন কমে আর তা শরীরের জন্যেও ভাল। শরীর সুস্থ রাখতে এবং সঠিক ভাবে ডিটক্সিন করতেই কিন্তু এই ওয়াটার খাওয়ার কথা বলা হয়। বছরভর এই ডিটক্স ওয়াটার বানিয়ে খেতে পারলে খুবই ভাল। তেমনই গরমের দিনেও কিন্তু বানিয়ে খেতে পারেন এই ডিটক্স ড্রিংক। বিষয়টা রোগা কিংবা মোটা নয়- সুস্থ থাকাই কিন্তু একমাত্র উদ্দেশ্য। আর সেক্ষেত্রে ওজন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলে শরীর ভাল থাকে।

যাঁরা পড়াশোনা বা কর্মসূত্রে হোস্টেলে-পিজিতে থাকেন তাঁরা দিনের শুরুতেই খান একগ্লাস ইষদুষ্ণ জল। এই গরম জলের মধ্যে কিন্তু লেবুর রস মেশাবেন না। এছাড়াও খাওয়ার পর একগ্লাস জলে এমনিই লেবু ফেলে খেতে পারেন।

যাঁদের হজমের সমস্যা রয়েছে তাঁরা রোজ সকালে জিরে আর জোয়ান একসঙ্গে মিশিয়ে খান। ইষদুষ্ণ এই জল রোজ খেলে হজমের সমস্যা একেবারেই হবে না।

আদা আর কাঁচা হলুদ আমাদের শরীরের জন্য খুব ভাল। পিসিওডির সমস্যা থাকলে রোজ সকালের চায়ে আদা আর হলুদ মিশিয়ে খান। আদা-হলুদ থেঁতো করে চায়ের জলে মিশিয়ে দিন। এবার তা ফুটলে চা পাতা দিয়ে ঢেকে রাখুন। রোজ সকালে এক কাপ করে এই চা খেলে ওজনও কমবে। চিয়া সিড সারারাত ভিজিয়ে তবেই খাবেন। এক গ্লাস জলে চিয়া সিড আর সামান্য লেবুর রস মিশিয়ে খান। ব্রেকফাস্টের পর এবং লাঞ্চের মাঝে খান এই চিয়া সিডস। সজনে পাতার শুকনো পাউডার আজকাল বাজারে পাওয়া যায়। এছাড়াও সজনে পাতা ভাল করে ধুয়ে নিয়ে জলে দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। এর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এর সমসার জন্য খুবই ভাল এই ড্রিংক।

মেথির জলও খুব ভাল। তবে মেথি আগের রাতে একগ্লাস জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে তা ছেঁকে খেয়ে নিন। এতেও প্রচুর কাজ হয়। ওজন কমে আর ডায়াবেটিসও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

নিরামিষ ভূরিভোজ জমাতে বানিয়ে নিন কাঁচকলার কোফতা

সপ্তাহে অন্তত এক থেকে দু'দিন হিন্দু বাড়িতে নিরামিষ খাওয়ার চল রয়েছে। যদিও অনেক বাড়িতেই এই নিয়ম এখন শিঁকেয় উঠেছে। তবে আবার অনেক বাড়িতে প্রথা মেনে পালন হয় এই নিয়ম। আর এই নিরামিষের দিনেই হাত পড়ে মা-কাকিমাদের মাথায়। কী রান্না করলে মুখে রুচবে স্বামী সন্তানের তা ভাবতে বসেন তাঁরা।

রকমারি ডালনা , কারি রেঁধেও মন জয় করা যায় না তাঁদের। চিন্তা নেই! একবার রেঁধে দেখুন কাঁচাকলার কোফতা কারি। আঙুল চেটে খাবে সক্কলে।

এমনিতে কাঁচকলা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারি। বিশেষ করে অন্ত্রের স্বাস্থের খেয়াল রাখে এই কলা। পেট খারাপের সমস্যাকে রুখে দিতে কাঁচকলার জুড়ি নেই। তবে খাবারের পাতে কাঁচকলা দেখলে অনেকেই নাক শিঁটকান। তবে এভাবে কাঁচকলা রান্না করলে খাবে চেটেপুটে। রইল রেসিপি।

উপকরণ: ৪-৫ টি কাঁচকলা ২টো আলু, ১ টেবিল চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা ২ চা-চামচ পেঁয়াজ বাটা ১ চা-চামচ আদা বাটা ১ টেবিল চামচ রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি ৩ টেবিল চামচ বেসন ১/২ চামচ গরম মশলার গুঁড়ো ১ চামচ চারমগজ দানা বাটা ২ টো গোটা টমেটো ১/২ চামচ জিরে গুঁড়ো স্বাদ মতো নুন সামান্য চিনি ১টা এলাচ , ২টো লবঙ্গ ও ১টা দারুচিনি ১/২ ছোট চামচ হলুদ গুঁড়ো ১/২ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো ২ চামচ ঘি আর ২ চামচ সর্ষের তেল পদ্ধতি: স্টেপ ১- প্রথমে কাঁচাকলা গুলি ভাল করে সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিন। আলু ছোট-ছোট করে কেটে সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ করা কাঁচকলর মধ্যে হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো, লঙ্কা কুচি ও স্বাদমতো নুন দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এবার মিশ্রণটি হাতের তালুতে নিয়ে আলতো করে চেপে কোফতার আকারে গড়ে নিন।

স্টেপ ২- এবার কড়াইয়ে তেল গরম করুন। এবার ওই তেলে হাতে গড়ে নেওয়া কোফতা ভাজতে দিন। ডুবো তেলে ভেজে তুলে নিন। স্টেপ ৩- কড়াইয়ে ফের তেল গরম করতে দিন। গরম তেলে লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি ও তেজপাতা ফোড়ন দিন।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ওষুধের থেকেও শক্তিশালী এই ৫ খাবার

বিশ্বজুড়ে নিঃশব্দ ঘাতকের মতই বাড়ছে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা। সবথেকে উদ্বেগের বিষয় হল আমাদের দেশে তা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। রক্ত শর্করা যদি অনিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের উপরেও চাপ পড়ে। অজান্তেই ভিতর থেকে অনেক অঙ্গের ক্ষতি হয়। যে কারণে প্রথম থেকেই সচেতন থাকা প্রয়োজন।

চিনি, ক্যালোরিন এসব একেবারে কম খেতে হবে। এর পাশাপাশি রোজ নিয়ম করে শরীরচর্চাও খুব জরুরি। ডায়াবেটিস হলে অনেকেই প্রথম থেকে বুঝতে পারেন না। তাই ২৫ বছরের পর থেকে প্রতি বছর অন্তত দুবার এই সুগার চেক করে নেওয়া খুবই জরুরি। অতির্ক তেষ্টা, তৃষ্ণা, প্রস্রাব বেড়ে যাওয়া, বেশি করে খিদে পাওয়া, ওজন বেড়ে যাওয়া, কাটা ঘা শুকোতে সময় লাগলে প্রথম থেকেই সতর্ক হন। ডায়াবেটিস ভিতর থেকে শরীর দুর্বল করে দেয়। আর তাই সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরি। ডায়াবেটিসে কী খাচ্ছেন আর কখন খাচ্ছেন সেই দিকেও জোরদার নজর দেওয়া প্রয়োজন। আর তাই জেনে নিন ডায়াবেটিসের সমস্যা হলে রোজ কী কী খাবেন- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে ডায়েট মেনে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। প্রথমেই যা রাখবেন ডায়েটে তা হল ডল। রোজ একবাটি করে ডাল খেতেই হবে। এছাড়াও ছোলা, মুগ এসবও ভিজিয়ে রেখে খান। ডালের মধ্যে থাকে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম। এছাড়াও থাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। নিয়মিত খেলে সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকবেই। ডায়াবেটিসের সমস্যায় এমন ফল খান যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। কালো আঙুর, স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, কালোজাম, কিউই, পেঁপে,শসা, পেয়ারা এসব ফল রোজ খান নিয়ম করে। ফলের মধ্যে থাকে ভিটামিন সি, কে, ম্যাঙ্গানিজ, পটাশিয়াম, ফাইবার। যা আমাদের চিনির তেষ্টা মেটায়। ভিটামিন সি, ফাইবার রয়েছে এমন খাবার বেশি করে খান। লেবু রোজ একটা করে খাবেনই। তা সে পাতিলেবু হোক বা মুসাম্বি। এছাড়াও কমলালেবুর জুস খেতে পারেন। এখন বাজারে মাল্টা অরেঞ্জও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই ফলও খেতে পারেন। ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য খুবই ভাল টম্যাটো। টম্যাটোর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। থাকে ভিটামিন সি। আর তাই রোজ একবাটি করে স্যালাড খান। সেই স্যালাডের মধ্যে এক টুকরো করে টমেটো অবশ্যই রাখবেন।

মায়েদের যে সব খাবার রাখতেই হবে রোজের ডায়েটে

আজকাল অধিকাংশ মেয়েই ওয়ার্কিং আর যে কারণে মেয়েদের বয়েসও এখনও বেশ কিছুটা পিছিয়েছে। ৩০ বছরের আগে কোনও মেয়েই বিয়ের পিঁড়িতে বসেন না। আর সন্তানের জন্ম দিতে আরও অন্তত ৫ বছর। অর্থাত ৩৫ এর পর গিয়ে মা হচ্ছেন অধিকাংশ মেয়ে। ৩০ এর পর থেকেই মেয়েদের হরমোনজনিত নানা পরিবর্তন দেখা দেয় শরীরে। যখন ৪০ এ প্রবেশ করেন মেয়েরা তখন তাঁদের পুষ্টির চাহিদাতেও আসে পরিবর্তন। বাড়ি, সংসার, অফিস সামলে অধিকাংশ মা ঠিক সময়ে খাবার খান না। খাবারের মধ্যে দীর্ঘ গ্যাপ পড়ে যায়। অনেক সময় খাবার নষ্ট হবে ভেবে তাঁদের প্রয়োজনের অতিরিক্তও খাবার খেতে হয়। এর ফলে ওবেসিটির সমস্যা অবধারিত। মেয়েদের শরীরে আয়রন, ক্যালশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ খুবই সাধারণ। আজকাল ভিটামিন ডি-এর অভাবজনিত সমস্যাতেও অনেকে ভুগছেন। আর তাই প্রথম থেকে সতর্ক থাকতে যেসব খাবার নিয়ম করে খেতেই হবে- শাকপাতা- রোজ যে কোনও একটা শাক খেতেই হবে। কলমি, নটে, লাল শাক, সরষে সাক, পাটশাক, খসলা শাক, পুঁই শাক- যে ভাবেই হোক শাক খাওয়া প্রয়োজন। শাকের মধ্যে থাকে ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট- যা হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যানসারের মত দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড- ৪০ বছর বয়সের পর মেয়েদের মধ্যে বাড়ে ক্যানসারের ঝুঁকি। আর তাই হার্ট ঠিক রাখতে, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে খুবই প্রয়োজনীয় হল ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এই ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। ব্লু বেরি, স্ট্রবেরি, রাসবেরি এক্ষেত্রে খুব ভাল কাজ করে। গোটা শস্য- কুইনোয়া, ব্রাউন রাইস, ওটমিল এক্ষেত্রে খুব ভাল কাজ করে। এই সবের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যা রক্ত শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং হজমের সমস্যার সমাধান করে। বাদাম- আমন্ড, পেস্তা, ওয়াল নাট নিয়ম করে এই সব বাদাম অবশ্যই রাখবেন ডায়েটে। এছাড়াও চিয়া বীজ, ফ্ল্যাক্স সিড, কুমড়ো বীজ এসবও অবশ্যই রাখবেন ডায়েটে। এর মধ্যে থাকে স্বাস্থ্যকর চর্বি, প্রোটিন এবং ফাইবার। যা কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। যে কোনও প্রদাহও কমিয়ে দেয়। চর্বিহীন প্রোটিন- মুসুর ডীল, মাংস, ডিম এসবও রোজ নিয়ম করে রাখবেন ডায়েটে। এর মধ্যে যে প্রোটিন থাকে তা শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

গরমে প্রাণ জুড়াতে বাড়িতেই বানান দোকানের মতো চকোবার

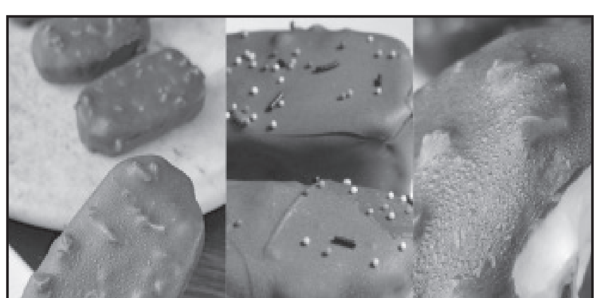

আইসক্রিম! এই নামটা শুনলেই ঠেঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলের। আর গরমে, এর চাহিদা আরও যেন একটু বেশি। তবে যত আইসক্রিমই বাজারে আসুক তাতে এক ফেঁটাও ভাটা পড়েনি চকোবারেরচাহিদায়। আট থেকে আঁশি সকলেই বেশ পছন্দ করেন এই বিশেষ আইসক্রিম। চকোলেটেরপুরু আস্তরন পেরিয়ে ভিতরে থাকা ভ্যানিলার স্বাদ চেটেপুটে উপভোগ করেন সকলে। জানেন কি বাড়িতে খুব সহজেই বানানো যায় দোকানের মতো চকোবার? তাই আর পয়সা খরচ না করে গরমে তৃপ্তি পেতে বানিয়ে ফেলুন এই আইসক্রিম। রইল রেসিপি- প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক সাধের চকোবার বানাতে কী-কী লাগবে উপকরণ:১ কাপ গুঁড়ো দুধ, ১ লিটার দুধ ৩/৪ কাপ জল, স্বাদমতো চিনি, ১/৩ কাপ কনডেন্স মিল্ক, ১ টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, ১/২ চা-চামচ ভ্যানিলা এসেন্স, ২০০ গ্রাম মিল্ক চকোলেট ১০০ গ্রাম চকোলেট স্টেপ ১- প্রথমেই সসপ্যানে দুধ ঢেলে দিন। এবার দুধ ফোটাতে শুরু করুন। দুধ ফুটতে শুরু করলে তাতে গুঁড়ো দুধ ও সামান্য জল মেশান। এবার একটি বাটিতে জলের মধ্যে কনফ্লাওয়ার গুলে নিন। স্টেপ ২- ফুটন্ত দুধে কন্ডেন্স মিল্ক ঢেলে দিন। এবার তাতে গুলে রাখা কনফ্লাওয়ার ও স্বাদমতো চিনি যোগ করুন। এবং মিশ্রণটি ক্রমাগাত নাড়তে থাকুন। স্টেপ ৩- মিশ্রণটি ঘন হয়ে আসলে একটি পাত্রে ঢেলে নিন এবং তাতে ভ্যানিলা এসেন্স মেশান। এবার আইসক্রিমের ছাঁচে পুরো মিশ্রণটি ঢেলে মাথাটা অ্যালুমনিয়াম ফয়েল দিয়ে মুড়ে নিন। এইভাবে একটা গোটা রাত এটি ফ্রিজে রাখুন। স্টেপ ৪— এবার একটি বাটিতে মিল্ক চকোলেট নিয়ে তা হালকা আঁচে গলান। এতে চকোলেটের কিউব যোগ করে তা ভাল করে নাড়াতে থাকুন। তাতে পুরো মিশ্রণটি গলে যাবে। এবার তাতে ফ্রিজ থেকে বের করে নেওয়া আইসক্রিম গুলি ডুবিয়ে কোটিং করে তুলে নিন। ব্যাস তৈরি আপনার চকোবার আইসক্রিম।

কীভাবে তৈরি করবেন সুস্বাদু খাবার

বাঙালি রান্নাঘর মানেই রসিয়ে, কষিয়ে রান্নার প্রচলন রয়েছে। আর সেরকম রান্না হলে রসুন ছাড়া যেন ভাবাই যায় না। তবে রান্নাঘরে ঢুকে যদি দেখেন রসুন নেই। ব্যস! মাথায় হাত গৃহিণীর। কীভাবে রান্না করবেন বুঝতে পারছেন না। যদিও এখন অনলাইন কেনাকাটির নানা অ্যাপের মাধ্যমে মিনিট দশেকের মধ্যেই প্রয়োজনীয় জিনিস বাড়িতে আনা সম্ভব।

সেভাবেও যদি রসুন জোগাড় করতে না পারেন তবে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। কারণ, রসুনের পরিবর্তে অন্য উপায়েও সুস্বাদু খাবার তৈরি করা সম্ভব।

ব্যস্ত এখন প্রায় সকলেই। কাজের ফাঁকে কোনওক্রমে রান্না সেরে নেনে বেশিরভাগ গৃহিণী। তাই বাটনা বাটার ঝক্কি নিতে চান না তাঁরা। সে কারণে ফ্রিজে অনেকেই গার্লিক পাউডার কিনে রাখে। সেক্ষেত্রে বাড়িতে রসুন না থাকলেও সমস্যা নেই। গার্লিক পাউডার ব্যবহার করেও পেতে পারেন একইরকমের লোভনীয় স্বাদ।

রসুনের বদলে বাড়িতে আদা থাকলেই যথেষ্ট। শুধুমাত্র আদা এবং জিরে ফোড়ন দিয়ে নানা রকমের সুস্বাদু খাবার রান্না করা সম্ভব।

রসুন বাড়িতে না থাকলে হিংকেও কাজে লাগাতে পারেন। অবশ্যই মনে রাখবেন কড়ায় তেল বসানোর সময় তাতে একটু হিং দিয়ে দিন। অল্প গন্ধ বেরলে তরকারি রান্না শুরু করতে পারেন। রসুনের স্বাদকেও হার মানাতে পারেন হিং।

তাহলে আর চিন্তা নেই। বাড়িতে রসুন না থাকলেও নির্ঝঞ্ঝাটে বানিয়ে ফেলুন লোভনীয় খাবারদাবার। গরম গরম পরিবেশন করুন। দেখবেন আপনার পরিবারের সদস্যরা হাত চাটবেন।

আইন মন্ত্রকের দায়িত্বভার নিলেন মেঘওয়াল, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.): ভারত সরকারের আইন ও বিচার মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন রাজস্থানের সাংসদ অর্জুন রাম মেঘওয়াল। নতুন মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার দুপুরেই কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন অর্জুন রাম মেঘওয়াল।

আইন মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর অর্জুন রাম মেঘওয়ালকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন সদ্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। টুইট করে রিজিজু লেখেন, নতুন দায়িত্ব পাওয়ায় সহকর্মী অর্জুন রাম মেঘওয়ালকে অভিনন্দন।

দায়িত্ব নেওয়ার পর মেঘওয়াল বলেছেন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং আদালতে জমে থাকা মামলা যতটা সম্ভব কমানো হবে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে দফতর বদল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রপতি ভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অর্জুন রাম মেঘওয়ালকে তাঁর বিদ্যমান পোর্টফোলিওগুলি ছাড়াও আইন ও বিচার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে স্বাধীন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কিরেণ রিজিজুকে ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের পোর্টফোলিওও অর্পণ করা হয়েছে।

দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১, আহত ৫

খড়িবাড়ি, ১৮ মে (হি.স.) : ফের জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। একটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি ও ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের, আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। বৃহস্পতিবার সকালে খড়িবাড়ির প্রসাদুজোত এশিয়ান হাইওয়ে-২তে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় এক যাত্রীর।

স্থানীয় বাসিন্দা রানা সিংহ জানান, যাত্রীবাহী ছোট গাড়িটির চলন্ত অবস্থায় একটি চাকা খুলে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টরকে মুখোমুখি ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলে ছোট গাড়ির এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে এবং ৫জন যাত্রী জখম হয়। এছাড়া ট্রাক্টরচালক জখম হয়েছেন। মৃতের নাম গঙ্গা প্রসাদ সারু। ওই ব্যক্তি ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান ছিলেন। আহতদের নাম বাহাদুর ছেত্রী, পরলাথ লামিছানি, উষা পন্থী শর্মা, তপন নিরোলা ও কোইরাম শর্মা। আহতরা সকলে নেপাল ও অরুনাচল প্রদেশের বাসিন্দা। স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতাল পাঠানোর পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনার পর জাতীয় সড়কে যানজট সৃষ্টি হয়। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

ডিএ নিয়ে পথে নামছে বিজেপি, অন্য সংগঠনদের মিছিলে যোগ দিতে ডাক

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ)-র দাবিতে সরব হতে দেখা গিয়েছিল বিরোধী দলগুলিকেও। এবার সংঘবদ্ধ ভাবে সেই দাবিকেই পাথেয় করে শাসকদলের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সরাসরি পথে নামছে পদ্ম শিবির।

মঙ্গলবার দুপুর ১টায় ডিএ-সহ সাত দফা দাবি নিয়ে বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপির শিক্ষক সংগঠন।

পাশাপাশি অন্য শিক্ষক সংগঠনগুলির সদস্যদেরও এই অভিযানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে তারা।

বিজেপি শিক্ষক শাখার রাজ্য আহ্বায়ক অসিত কুমার মন্ডল জানিয়েছেন, তাঁদের দাবিসমূহ: ১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শূণ্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগ অবিলম্বে করতে হবে।

২. অবিলম্বে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া সমেত ডিএ দিতে হবে।

৩. শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলী সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে।

৪. ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমে সকল স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. সমস্ত দেশের মত পিআরটি, টিজিটি ও পিজিটি হার অবিলম্বে চালু করতে হবে।

৬. পার্শ শিক্ষক, বৃত্তিমূলক, এমএসকে, এসএসকে, আইসিটি শিক্ষক এবং শিক্ষাবন্ধুদের কেন্দ্রীয় নীতি মেনে ভাতা দিতে হবে।

৭.জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অবিলম্বে চালু করতে হবে।

এগরাকাণ্ডে অকুস্থলে যাচ্ছে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের দল

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় বিস্ফোরণকাণ্ডে ঘটনাস্থলে যাচ্ছে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ৪ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল। সূত্রের খবর, ওই দলের নেতৃত্বে থাকবেন এসপি পদমর্যাদার আধিকারিক। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছবে দলটি।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশন সূত্রের খবর, ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘুরে দেখবে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলবেন তাঁরা। পুলিশের সঙ্গে কথা বলে নথি সংগ্রহ করবেন। একই সঙ্গে জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও কথা বলবেন।

উল্লেখ্য ইতিমধ্যে বিস্ফোরণ ঘটা বাজি কারখানারা মালিক ভানু বাগকে ওড়িশার কটকে এক নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় পাকড়াও করেন তদন্তকারীরা। বিস্ফোরণের জেরে ভানুর শরীরের প্রায় ৭০ শতাংশের বেশি পুড়ে গিয়েছে। সেই কারণে এখনই তাঁকে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়। তবে আটক করা হয়েছে ভানুর ছেলে পৃথ্বীজিৎ এবং ভাইপো ইন্দ্রজিৎ-কে।

প্রসঙ্গত মঙ্গলবার এগরায় বাজি কারখানার বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ৯ জনের। নিহতদের মধ্যে ৫ জন মহিলা ও ৩ জন পুরুষ। বিস্ফোরণের দাপটে উড়ে যায় কারখানার ছাদ।

ইতালিতে ভারি বর্ষণ : বন্যা-ভূমিধসে নিহত ৯

রোম, ১৮ মে (হি. স.) : ইতালির উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ এমিলিযা-বোমাগনায বন্যা-ভূমিধসে অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। তবে হতাহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তারা। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ১৩ হাজারেরও বেশি বাসিন্দাকে।

ইতালির কেন্দ্রীয় সরকারের বেসামরিক সুরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী নেল্লো মুসুমেকি বলেন, গত ৩৬ ঘণ্টায় এমিলিয়া রোমাগনায় বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের অর্ধেকেরও বেশি। তুমুল বৃষ্টির ফলে নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের জল উপচে পড়ায় প্রদেশটির বিভিন্ন শহরের বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট এবং হাজার হাজার একর কৃষিজমি ডুবে গেছে।

এমিলিয়া-রোমাগনা প্রাদেশিক সরকারের প্রেসিডেন্ট স্টেফানো বোনাক্কিনি বলেন, এই প্রদেশে এর আগে আমরা এত বৃষ্টিপাত দেখিনি। এটা একটি অভূতপূর্ব দুর্যোগ। এত বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে যে জল নির্গমন ব্যবস্থাগুলোও কাজ করছে না।

প্রাদেশিক সরকারের তথ্য অনুযায়ী, গত ৩৬ ঘণ্টার বৃষ্টিতে এমিলিয়া-রোমাগনা জুড়ে প্রায় ১২০টি ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। একটি সেতু ভেঙে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সড়ক ও রেলপথগুলো জলের নিচে তলিয়ে যাওয়ায় অধিকাংশ শহর ও গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই ভয়াবহ দুর্যোগে শহর-গ্রাম মিলিয়ে এমিলিয়া-রোমাগনা প্রদেশের অন্তত ৩৭টি এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আড্রিয়াটিক সাগরের তীরবর্তী রেভেন্না শহর। রেভেন্না নগর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, শহরের অধিকাংশ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হলেও এখন পর্যন্ত ঝুঁকিতে আছেন ১৪ হাজারের বেশি মানুষ। যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে তাদের এখনো সরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।

এমিলিয়া রোমাগনা প্রাদেশিক সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইরেনে প্রিয়োলো বলেন, বৃষ্টি পুরোপুরি না থামলেও সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে আসছে। কিন্তু নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের জল এখনও বাড়ছে।

গাড়ি ধাওয়া করে কংগ্রেস নেতাকে খুনের চেষ্টা, অভিযুক্ত তৃণমূল

দক্ষিণ ২৪ পরগন, ১৮ মে (হি. স.) : ক্যানিং থানার হেরোভাঙা এলাকায় প্রদেশ কংগ্রেসের সভা থেকে বুধবার রাতে ফেরার পথে কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায়কে খুনের চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রাতে সভা শেষ করে গাড়িতে করে ফিরছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায়-সহ আরও কয়েকজন। গোপালপুর হেরোভাঙা থেকে বারুইপুর উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পরে তিনটে বাইকে করে ৬ জন দুষ্কৃতী গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে বলে অভিযোগ। বেশ কয়েকবার গুলি চালানোর চেষ্টাও করা হয় বলে দাবি কংগ্রেস নেতার।

তাঁর কথায়, 'তিনটে বাইকে ৬ জন দুষ্কৃতী কয়েক বার আমাদের মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করে। রেষারেষি করে আমাদের গাড়ির সামনে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু গাড়ি চালক দ্রুততার সঙ্গে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসে।'

তাঁর অভিযোগ, তার পরেও ওই অবস্থায় গাড়ি সোজা বারুইপুর থানায় ঢোকানো হয়। সেখানে প্রাথমিকভাবে জিডি করা হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী হওয়ায় এরকম দুষ্কৃতিদের কবলে পড়তে হচ্ছে। বাংলায় আইনের শাসন নেই।

এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ক্যানিং থানায় স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা যাবেন। পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে এফআইআর দায়ের করবেন। অভিযোগকারী রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র বলেন, 'ক্যানিং পুলিশ জেলার সুপারের সঙ্গে রাতেই ফোনে কথা হয়েছে। আগামিকাল ক্যানিং থানায় গিয়ে লিখিত এফআইআর করা হবে। আমাদের কর্মী-সমর্থকরা থানায় যাবেন। জেলা কংগ্রেস সভাপতি জয়ন্ত দাসের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন থানার সঙ্গে তাঁরা কথা বলবেন।' একই সঙ্গে এই কংগ্রেস নেতার প্রশ্ন, বাংলায় বিরোধী রাজনৈতিক করলেই কি বুলেট খেতে হবে?

গুজরাটগামী বাস মধ্যপ্রদেশে দুর্ঘটনার কবলে, পাঁচজন হত, জখম ১৩

শাজাপুর (মধ্যপ্রদেশ), ১৮ মে (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সকালে শাজাপুর জেলার মাকসি-উজ্জয়নী সড়কে একটি যাত্রীবাহী বাস এবং একটি ট্রলির মধ্যে সংঘর্ষে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা বাসের পাঁচ যাত্রী মারা গিয়েছেন এবং আহত হয়েছেন ১৩ জন। সব মৃতদেহ শাজাপুর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে এ খবর জানানো হয়েছে।

ম্যাক্সি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল ৫টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে শারদা ট্রাভেলসের বাসটি একটি ট্রলিকে ধাক্কা মারে।

এতে বাসের সামনের অংশ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজন বাইরে রাস্তায় পড়ে যান।

ম্যাক্সি থানার ইনচার্জ গোপাল সিং চৌহান জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ভোরে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। কানপুর থেকে আহমেদাবাদগামী একটি যাত্রীবাহী বাস মাকসি এবং কায়াথা গ্রামের মধ্যে একটি ট্রলির সাথে সংঘর্ষে পড়ে। এ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দুই মহিলা ও একজন পুরুষসহ তিনজনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে মারা যান দুইজন। দুর্ঘটনায় ১৩ যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের চিকিৎসার জন্য উজ্জয়িনীতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। তিনি জানান, নিহতরা হলেন- মীরাবাই (৪৫), রামজাঙ্কি (৪০), রাধা (১৮), সুমিত্রা (৫০), লালসিং (৭০) ।

রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি অভিষেকের

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষের চিঠির ভিত্তিতে ইডি-সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ এড়াতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ করেছে আদালত। এর পাশাপাশি বৃহস্পতিবার অভিষেক ও কুন্তলকে ২৫ লাখ টাকা করে জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন ডায়মন্ড হারবারারে তৃণমূল সাংসদ। বিশেষ সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে দেশের শীর্ষ আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতিও অভিষেক শুরু করে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবারের এই রায়ে ঘাসফুল শিবিরের অস্বস্তি বেড়েছে। একদিকে ৬০ দিনের ''জনসংযোগ'' কর্মসূচি নিয়ে অভিষেক যখন রাজ্যের গ্রামে গ্রামে চষে বেড়াচ্ছেন, তখন এই রায়ে তৃণমূলকর্মীদের মনোবলে আঘাত লাগতে পারে বলে মনে করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই কারণে রায়দানের পরই তড়িঘড়ি দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ।

কলম্বিয়ায় বিমান বিপর্যয়: দুই সপ্তাহ পর জঙ্গলে খোঁজ মিললো ৪ শিশুর

বোগোতা, ১৮ মে (হি. স.) : বিমান দুর্ঘটনার ১৭ দিন পর কলম্বিয়ান অ্যামাজন থেকে চার শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি ১১ মাস বয়সী শিশুও ছিল। বিষয়টি জানিয়ে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো বলেছেন, এ খবর দেশের জন্য আনন্দের।

টুইটারে খবরটি শেয়ার করে পেট্রো বলেছেন, সেনাবাহিনীর 'কঠোর অনুসন্ধান প্রচেষ্টার' পর ওই শিশুদের খুঁজে পাওয়া গেছে। গত ১ মে কলম্বিয়ার আমাজোনাস প্রদেশের আরাকুয়ারা থেকে সাতজন আরোহী নিয়ে গুয়াভিয়ার প্রদেশের সান জোসে দেল গুয়াভিয়ার শহরে যাচ্ছিল সেসনা ২০৬ মডেলের একটি বিমান। মাঝ আকাশে থাকা অবস্থায় বিমানটির ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দিলে সেটি ঘন জঙ্গলে বিধ্বস্ত হয়। এ দুর্ঘটনায় পাইলটসহ তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক নিহত হন। তাদের মরদেহ বিমানটির ভেতরে পাওয়া যায়। পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর হারিয়ে যাওয়া ওই চার শিশুকে পাওয়া যায়। ওই চার শিশুকে খুঁজতে কর্তৃপক্ষ স্নিফার কুকুরসহ ১০০ জনেরও বেশি সৈন্য মোতায়েন করেছিল। উদ্ধারকারীরা মনে করছেন, নিখোঁজ শিশুরা দুর্ঘটনার পর থেকে দক্ষিণ ক্যাকুয়েটা বিভাগের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এর আগে বুধবার সশস্ত্র বাহিনী বলেছিল যে, উদ্ধারকারীরা 'লাঠি এবং ডাল দিয়ে তৈরি একটি আশ্রয়কেন্দ্র' দেখতে পায়। পরে সেখানে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা হয়। সেখানেই বেঁচে থাকা ওই শিশুরা ছিল।

সবকিছু ঠিক আছে এবং ভালোই থাকবে : শিবকুমার

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী হওয়া তাঁর আর হল না, হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তাতেই খুশি কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার। বৃহস্পতিবারই কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হবেন সিদ্দারামাইয়া ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন ডি কে শিবকুমার। দলের এই সিদ্ধান্তে তিনি যে খুশি, তা শিবকুমার নিজেই জানিয়েছেন।

দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবকুমার বলেছেন, 'সবকিছু ঠিক আছে এবং ভালো থাকবে। রাহুল গান্ধী এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে এবং আমরা তা মেনে নিয়েছি।' উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর শিবকুমারকে মিষ্টি মুখ করান ভারতীয় যুব কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি শ্রীনিবাস বিভি।

সত্যেন্দ্রর জামিন আর্জিতে ইডি-কে সুপ্রিম নোটিশ, অবকাশকালীন বেঁচে যাওয়ার অনুমতি

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.): দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির নেতা সত্যেন্দ্র জৈনের জামিন আর্জির প্রেক্ষিতে প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)-কে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি সত্যেন্দ্র জৈনকে তাঁর আবেদন নিয়ে শীর্ষ আদালতের অবকাশকালীন বেঞ্চে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। উল্লেখ্য, সম্প্রতি জামিনের আবেদন জানিয়ে আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন জৈন।

সেই আবেদনের শুনানিতে বৃহস্পতিবার প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)-কে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সত্যেন্দ্র জৈন। সত্যেন্দ্র জৈনকে তাঁর আবেদন নিয়ে শীর্ষ আদালতের অবকাশকালীন বেঞ্চে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

গত বছরের জুন মাস থেকে দিল্লির তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন সত্যেন্দ্র জৈন। গত বছর নভেম্বরের শুরুতে, একটি সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছিল, সেখানে আপ-এর এই নেতাকে জেলের ভেতরেই পুরো শরীরে ম্যাসাজ করতে দেখা গিয়েছিল। তা নিয়ে ভালোই হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। দিল্লি হাইকোর্ট জামিনের আবেদন খারিজ করায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সত্যেন্দ্র জৈন।

শাহরুখের থেকে ২৫ কোটি চান সমীর, এবার তাঁকেই সমন সিবিআইয়ের

মুম্বই, ১৮ মে (হি.স.) : এবার প্রাক্তন এনসিবি কর্তা সমীর ওয়াংখেড়েকে সমন পাঠাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আরিয়ানকে মুক্তি দিতে শাহরুখের থেকে ২৫ টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন সমীর ওয়াংখেড়ে। বৃহস্পতিবার ১৮ মে সিবিআইয়ের মুম্বই অফিসে সমীরকে তলব করা হয়েছে।

বছর দুয়েক আগে এক প্রমোদতরী কর্ডেলিয়া ক্রুজে এনসিবি হানার নেপথ্যে ছিলেন সমীর ওয়াংখেড়ে। সেখান থেকেই আটক করা হয় শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে। এরপরে ঠিক ৩ অক্টোবর গ্রেফতার করা হয় আরিয়ানকে। ওয়াংখেড়ের নেতৃত্বেই মামলার তদন্ত শুরু হয়। দীর্ঘ ২৬ দিন জেলে কাটিয়ে জামিন পান আরিয়ান। এরপর ভিজিল্যান্স রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তদন্তকারীদের প্রাথমিক তদন্তের পর সমীরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের হয়। সিবিআই সূত্রের খবর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। শাহরুখের থেকে ২৫ কোটি টাকা দাবি করেছিলেন সমীর ওয়াংখেড়ে মামলার নিষ্পত্তির জন্য। এনসিবির আরেক অফিসার কেপি গোসাবির দেওয়া বয়ান থেকেই দুর্নীতির সেই তথ্য পেয়েছি সিবিআই। তার পরেই সমীরের বিরুদ্ধে সমন পাঠায় সিবিআই।

জ্ঞানবাপীতে আর্কিওলজিক্যাল-র সমীক্ষার বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টে মসজিদ কমিটি

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.) : জ্ঞানবাপী মসজিদে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ হাই কোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মসজিদের ম্যানেজমেন্ট কমিটি। শীর্ষ আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, আগামীকাল শুক্রবার এই মামলার শুনানি হবে।
প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেই জ্ঞানবাপী মসজিদের ওজুখানায় থাকা 'শিবলিঙ্গে'র বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' করতে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'কে নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ হাই কোর্ট।
মসজিদের ম্যানেজিং কমিটির তরফে এই মামলা লড়বেন আইনজীবী হুজিফা আহমেদি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল এই মামলার শুনানি শুরু হবে ২২ মে। কিন্তু সেইদিন থেকেই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের কাজ শুরু হবে। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার দ্রুত শুনানির জন্য আবেদন করেন তিনি। সেই আবেদন গ্রাহ্য করেছেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। ১৯ মে সুপ্রিম কোর্টে শুরু হবে জ্ঞানবাপী মামলার শুনানি।

জামিন পেতে মরিয়া অনুব্রত, শারীরিক অসুস্থতা দেখিয়ে ফের আবেদন

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি. স.) : ফের জামিনের আবেদন অনুব্রত মন্ডলের। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়েই বৃহস্পতিবার ফের দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে জামিনের আবেদন করেন বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা। জানা গিয়েছে, আগামী ২৩ মে এই জামিনের আবেদনের শুনানি হবে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়ে দিল্লি যাওয়ার পর থেকেই শারীরিক অসুস্থতার কথা বলেছিলেন অনুব্রত মন্ডল। চলতি সপ্তাহের সোমবারই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অনুব্রত মন্ডল। তাঁর শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যাথা বেড়েছিল বলে জানা গিয়েছিল। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য।গ্রেফতারির পর থেকেই শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে একাধিকবার জামিনের আবেদন জানিয়েছেন অনুব্রত মন্ডল। কিন্তু কোনওবারই জামিন পাননি। সম্প্রতিই চলতি সপ্তাহে ফের একবার অসুস্থ হয়ে পড়ার পরই আজ ফের আদালতে জামিনের আবেদন করলেন কেষ্ট। সূত্রের খবর, এ দিন রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে জামিনের আবেদন করেন অনুব্রত মন্ডল। জামিনের আর্জিতে তিনি শারীরিক অসুস্থতাকেই হাতিয়ার করেছেন। আগামী ২৩ মে এই আবেদনের শুনানি হবে।

আলিপুরদুয়ারে হাতির আক্রমণে আহত ব্যক্তির মৃত্যু

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারে কেগ কালচিনি ব্লকে বন্য হাতির আক্রমণে আহত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম শ্যাম বাহাদুর সারকি। বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।
জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে কালচিনি ব্লকের ডালসিংপাড়ার গোপাল বাহাদুর বস্তি এলাকায় ঢুকে পড়ে একটি বন্য হাতি। শ্যাম বাহাদুর সারকি বাড়ি থেকে বের হতেই হাতিটি তাকে আক্রমণ করে। হাতির আক্রমণে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন এবং বনকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে লতাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান, সেখান থেকে তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ঘটনার পর থেকে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রোগীদের

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসকদের কাছে আহ্বান রেখেছেন যাতে তারা রোগীর ব্যবস্থাপত্রে এই জেনেটিক মেডিসিন লিখেন।

শুধু তাই নয় তিনি জেনেরিক মেডিসিনের কাউন্টার বাড়ানোর বিষয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। কারণ একজন চিকিৎসক হিসাবে তিনি এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় চিকিৎসকরা রোগীর ব্যবস্থাপত্রে জেনেরিক মেডিসিন লেখার প্রবণতা দিন দিন হারিয়ে ফেলছেন? কেন তারা রোগীর ব্যবস্থাপত্রে জেনেরিক মেডিসিন লিখছেন না এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। অভিযোগ উঠছে তাদের কারণেই রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবির জেনেরিক মেডিসিন কাউন্টারটি দিন দিন তলানিতে গিয়ে ঠেকছে।

কাউন্টারের ঠিকানাই এখন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কারণ জি বি হাসপাতালের জেনেটিক মেডিসিনের কাউন্টারে প্রায় অর্ধেক অংশ ঢেকে গেছে কোভিড পরীক্ষা কেন্দ্রের কারণে। জিবি হাসপাতালের টিচিং বিল্ডিং যেখানে টিকেট কাউন্টার তার ঠিক উল্টোদিকেই এই জেনেরিক মেডিসিন কাউন্টারটি। এখন যে কেউই তাকে খুঁজে বের করা কঠিন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল কাউন্টারে ওষুধের সংখ্যা কমতে কমতে অর্ধেক হয়ে গেছে। এখন গ্যাসের ওষুধ পেতেও কষ্ট হয়। কাউন্টারে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্মীরা জানালেন এখন চিকিৎসকরা আর জেনেরিক মেডিসিন রোগীর ব্যবস্থাপত্রে লিখেন না। ফলে জেনেরিক মেডিসিন কর্তৃপক্ষ আর নতুন করে ওষুধ ক্রয় করছেন না।

শপথ কাল

● প্রথম পাতার পর

সমমনভাবাপন্ন দলগুলির নেতাদের আমন্ত্রণ জানাব। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ঘোষণার পরই শিবকুমার টুইট করে জানিয়েছেন, 'কর্ণাটকের নিরাপদ ভবিষ্যত এবং জনগণের কল্যাণ আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, এবং আমরা এর নিশ্চয়তা দিতে ঐক্যবদ্ধ।' বৃহস্পতিবার সকালেই সিদ্দারামাইয়া এবং ডি কে শিবকুমারের সঙ্গে দলের কর্ণাটক ইনচার্জ রণদীপ সুরজেওয়ালা ও দলের সাধারণ সম্পাদক-সংগঠন কে সি বেণুগোপাল প্রাতঃরাশের বৈঠক করেছেন।কর্ণাটকের জনগণের জন্য অগ্রগতি ও কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ টিম কংগ্রেস। জোর দিয়ে জানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, কর্ণাটকের জনগণকে যে নিশ্চয়তা দিয়েছে কংগ্রেস, তা পূরণ হবেই। বৃহস্পতিবার টুইট করে খাড়গে জানান, 'কর্ণাটকের জনগণের অগ্রগতি, কল্যাণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ টিম কংগ্রেস। আমরা প্রতিশ্রুতি মতো ৬.৫ কোটি কন্নড়বাসীর ৫টি গ্যারান্টি বাস্তবায়ন করব।'

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, কর্ণাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হবেন সিদ্দারামাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবেন ডি কে শিবকুমার। আগামী ২০ মে মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও কয়েকজন মন্ত্রী শপথ নেবেন। শিবকুমার টুইট করে এদিন জানিয়েছেন, 'কর্ণাটকের নিরাপদ ভবিষ্যত এবং জনগণের কল্যাণ আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, এবং আমরা এর নিশ্চয়তা দিতে ঐক্যবদ্ধ।'

রদবদল

● প্রথম পাতার পর

দেয়া হয়েছে। এসডিপিও খোয়াই রাজীব সূত্রধরকে খোয়াই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার করা হয়েছে। গোমতীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফ্যান্সিজ ডার্লংকে টিএসআর ২নং ডেপুটি কমান্ডেন্টেন্ট করা হয়েছে। এসডিপিও অমরপুর প্রবীর পালকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে টিপিসিবির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। খোয়াইয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনির্বাণ দাসকে টিএসআরের ৮নং ডেপুটি কমানডেন্ট করা হয়েছে। খোয়াইয়ের অপর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীনা কুমারী দেববর্মাকে এক নং টিএসআর ব্যাটেলিয়ানের ডেপুটি কমানডেন্ট করা হয়েছে। সদরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজদ্বীপ দেবকে টিএসআর ৭নং ব্যাটিলেয়নের ডেপুটি কমানডেন্ট করা হয়েছে। সিপাহিজলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তথা বর্তমানে পুলিশ সদরে থাকা রণধীর দেববর্মাকে ১৩নং টিএসআর ব্যাটেলিয়ানের ডেপুটি কমানডেন্ট করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাস্টিন জোসেফকে দশ নং ব্যাটেলিয়ানের ডেপুটি কমানডেন্ট করা হয়েছে। এসডিপিও কৈলাসহর ধ্রুব নাথকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ডিএসপি নর্থ ত্রিপুরার থেকে সৌম্য দেববর্মাকে পানিসাগরের এসডিপিওর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরার ডিএসপি শিবু চন্দ দেকে কৈলাসহরের এসডিপিও করা হয়েছে। ডিএসপি এস বি স্নেহাশীষ কুমার দেবকে কমলপুরের এসডিপিও করা হয়েছে।

কালীবাজারে

● প্রথম পাতার পর

গ্রেপ্তারের দাবি জানান এবং বলেন পুলিশ পুলিশের মতো করে তাদের জালে তোলার কাজ করছেন এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান।ত বে জানা যায় এই ঘটনায় একজনকেও পুলিশ এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেনি এবং পুলিশের ভুমিকা নিয়েও এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে একাধিক প্রশ্নের।সূত্র মারফত জানা যায় গৌতম পাল একজন পুর খাওয়া নেশা কারবারি সেই এখন দেখার সময় কি বলে কবে নাগাদ আসামিরা পুলিশের জালে উঠে বা গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ।এই সকল নেশা কারবারি হামলাকারীদের আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হয় কি না পুলিশ।

প্রতিনিধি দল

● প্রথম পাতার পর

জন্য ১১ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে কাজ আর রূপায়িত হয়নি। একসময় বাংলাদেশ বিজিবি থেকে বাধার সৃষ্টি করে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে কাজ বন্ধ হয়ে থাকার পর আর শুরু হয়নি। জানা গেছে এর মধ্যে ভারত বাংলাদেশের আলোচনায় এই বিষয়ে বাংলাদেশের সম্মতি পাওয়া গেছে বলে অসমর্থিত সূত্রের সংবাদ। কিছুদিন আগে তিন দেশের প্রতিনিধি ত্রিপুরা সফরে আসার পর বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী বিলোনিয়া মুহুরী ঘাট সীমান্ত স্থলবন্দর পরিদর্শন করে যান। এই সময় দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মুহুরীঘাট সীমান্ত স্থলবন্দরের পরিকাঠামগত পুরো বিষয় অবহিত করেন। এদিকে বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে আসা উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলটি এইদিন সোনামুড়া শ্রীমন্তপুর, বিলোনিয়া মুহুরী ঘাট স্থলবন্দর এবং সাবরুম সীমান্তএলাকা সফর করে আগরতলায় ফিরে যান।

রাজনীতিতে

● প্রথম পাতার পর

পদ হারানোর কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে তাদের কার্যকলাপ নিয়ে তীব্র নিন্দা জানান। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি তিমির চন্দ, সচিব তাপস ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এদিকে, এই সাংবাদিক সম্মেলনের কিছুক্ষণ পর পৃথক এক গোষ্ঠী সাংবাদিক সম্মেলন করে পূর্বে যারা সাংবাদিক সম্মেলন করে বক্তব্য রেখেছেন সেই সব বক্তব্যের খন্ডন করেছেন। তাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন রাজনীতিত জর্জরিত হয়ে দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছে।

গুরুতর মহিলা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেয়ে সাথে সাথে দমকল কর্মীদের খবর দিয়েছেন। ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দমকল কর্মীরা রেল লাইনের পাশ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে ধর্মনগর হাসাপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।তিনি আরও জানিয়েছেন, আহত মহিলা ধর্মনগর শরৎ পল্লী এলাকার বাসিন্দা মধুরিমা পুরকায়স্থ। বর্তমানে ওই মহিলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।

সুনামের সঙ্গে চলছে এএসবিএম বিশ্ববিদ্যালয়

এএসবিএম'র প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক বিশ্বজিৎ পট্টনায়ক

আগরতলা, ১৮ মে।। এএসবিএম ইউনিভার্সিটি ভুবনেশ্বর একটি নিউ জেনারেশন ইউনিভার্সিটি যার প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর বিশ্বজিৎ পট্টনায়ক। তিনি একজন প্রখ্যাত ম্যানেজমেন্ট গুরু এবং অধ্যাপক। আইআইএম লখনউর অধ্যাপক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আইআইবিএম'র প্রাক্তন অধিকর্তা। বিশ্ববিদ্যালয়টি ভুবনেশ্বরে গড়ে তোলা হয়েছে ওড়িশা সরকারের অধীন এএসবিএম ইউনিভার্সিটি, ওড়িশা অ্যাক্ট ২০১৯ অনুযায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে অটোনোমাস বিজনেস স্কুল যা স্থাপন করা হয় ২০০৬ সালে। এবং বর্তমানে গোটা দেশের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় হল একমাত্র ম্যানেজমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় গোটা দেশের মধ্যে, টেকনোলজি লিভারেল আর্ট, একাউন্টেন্সি এবং ল'র মতো ৫টি পৃথক পৃথক বিষয়ে স্কুল করা হয়েছে। এগুলি হল স্কুল অফ বিজনেস, স্কুল অফ লিভারেল আর্টস, স্কুল অফ একাউন্টেন্সি, স্কুল অফ ল এবং স্কুল অফ ইনফরমেশন সিস্টেম।

শপথ নিলেন তিন এমডিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। আজ খুমুলুং এর নুউাই অডিটোরিয়াম হলে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের তিন জন এমডিসি নতুন কার্যনির্বাহী সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহন করেন। এই তিনজন এমডিসিরা হলেন রবীন্দ্র দেববর্মা, অনন্ত দেববর্মা এবং রুনেইল দেববর্মা। তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান আইন সচিব বিশ্বজিৎ পালিত। শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সি কে জমাতিয়া, মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা, বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। শপথ গ্রহন শেষে নতুন তিন কার্যনির্বাহী সদস্যরা জানান, এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করাই হবে তাদের প্রধান লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে শ্রদ্ধা জানালেন কাব্যায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। নাচে গানে কবিতায় রবিঠাকুর-নজরুলকে শ্রদ্ধা জানালো কাব্যায়ন। গতকাল সন্ধ্যায় আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিক ভবনের দুই নম্বর হলে রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী উপল ক্ষে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে ভিন্ন সাধের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রাজ্যের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র কাব্যায়ন। উপস্থিত ছিলেন ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী বাচিক শিল্পী শুভ্রা ধর বৈদ্যুতিক চ্যানেল নিউজ ভ্যানগার্ডে ন কর্ণধার সেবক ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কাব্যায়নের কর্ণধার বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী দীপক সাহা বলেন রাজ্যের সংস্কৃতির চর্চার প্রচার ও প্রসারে কাব্যায়ন প্রতিনিয়ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে নিষ্ঠার সঙ্গে। এই করে যাচ্ছেন বহুদিন ধরে। কাব্যায়নের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা প্রতিনিয়ত নিজেদের দক্ষতাকে তুলে ধরছে রাজ্যের সংস্কৃতির অঙ্গনে। শুধু তাই নয় দেশ-বিদেশেও কাব্যায়ন পৌঁছে গেছে নিজেদের কর্মদক্ষ তাকে পাথেয় করে। আগামী দিনে কাবায়নের পথ চলা যাতে সুন্দর সফল হয় তার জন্য রাজ্য বাসির শুভেচ্ছা ও শুভকামনা নতজানুচিত্তে শ্রদ্ধা ভরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। শিল্প চর্চার আঙিনায়ক কাব্যায়নের ধীরে ধীরে তার সাফল্য তুলে ধরতে পেরেছে বলেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী। এদিন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের কলাকৌশল উপস্থাপন করেন রাজ্যের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা। ছিল সৃষ্টি সুরা ঝরনা কলা ধরা নতুন করি হিন্দুল শিক্ষা নিকেতন স্কুল ধৃতিশ্রী শিল্পীদের পরিবেশনা। এছাড়া বাচিক শিল্পী স্মিতা ভট্টাচার্য পিনটু লাল সাহা নুপুর বনিক জয়িতা ভট্টাচার্য শ্রুতি ও কাব্যায়নের শিল্পীদের পরিবেশনায় দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছে। সব মিলিয়ে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান ছিল ভিন্নমাত্রার।

কুইন আনারসের প্রচার ও প্রসারে দিল্লি হাটে শুরু হয়েছে প্রদর্শনী

নয়াদিল্লি, ১৮ মে।। রাজ্যের গর্ব কুইন আনারসের স্বাদ আর মিষ্টতার প্রশংসায় মুখর হয়েছেন দিল্লি ভিত্তিক ব্যবসায়ী প্রতিনিধি এবং দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা। বৃহস্পতিবার বিকালে নয়াদিল্লির দিল্লি হাটে কুইন আনারস এবং আনারসজাত খাদ্য সামগ্রীর প্রদর্শনী ও মেলা আয়োজিত হয়। এই প্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ। অনুষ্ঠান শেষে দিল্লি হাটে উপস্থিত ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের মধ্যে আনারসের বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। রাজ্যের উৎপাদিত সুস্বাদু কুইন আনারস এবং আনারসজাত বিভিন্ন সামগ্রীতে তৃপ্ত ব্যবসায়ী ও পর্যটকেরা রাজ্যকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, আগামী দুমাস দিল্লি হাটের এই প্রদর্শনীতে আনারসের বিভিন্ন উৎপাদন সামগ্রী প্রদর্শিত ও বিক্রয় করা হবে। এর মূল উদ্দেশ্য রাজ্যের কুইন আনারসের প্রচার এবং প্রসার। এর পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে আনারসকে যাতে গোটা দেশে জনপ্রিয় করা যায় এবং বিদেশে রপ্তানি করা যায় সেজন্য বণিকদের সঙ্গেও আলোচনা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিল্লি হাটেও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাজ্যের আনারস চাষিরা যাতে তাদের উৎপাদিত আনারসের যথাযথ মূল্য পান সেজন্যই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কৃষি দপ্তর।

নারিকেল কুঞ্জ পর্যটন কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। নারিকেল কুঞ্জ পর্যটন কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর নারিকেল কুঞ্জের অপরূপ মহিমায় মন্ত্রী নিজেও আপ্লুত হয়ে পড়েন। এই পর্যটন কেন্দ্রটিকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে রাজ্য সরকার এবং পর্যটন দপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন দপ্তরের মন্ত্রী। ত্রিপুরা সরকারের পর্যটনত্তদপ্তুরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রথমবার নারিকেলত্তকুঞ্জ পর্যটনস্থলটি দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে নিয়ে পরিদর্শন করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। পর্যটকদের সুবিধার্থে নারিকেলত্তকুঞ্জ পর্যটনস্থলটিকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলারজন্য পর্যটন দপ্তর অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা সঠিকভাবেবাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা সরে জমিনে খতিয়ে দেখেন পর্যটন মন্ত্রী। সফরকালেতিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন পর্যটন ক্ষেত্রে অন্যতম স্থান দখল করেছে নারিকেলকুঞ্জ। পর্যটনদের আকর্ষিত করার লক্ষ্যেই নারিকেল কুঞ্জকে নতুন সাজে সাজিয়েতোলা হয়েছে। নারিকেল কুঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য তিনি রাজ্যের এবং বহিরাগত পর্যটকদের প্রতি আহ্বান জানান। আগামী দিনে এই নারিকেলকুঞ্জ এলাকাকে আরো দৃষ্টিনন্দন করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বর্তমানে যেসব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেগুলি সঠিকভাবে ভোগ করার জন্য তিনি পর্যটকদের প্রতি আহ্বান জানান। পর্যটন কেন্দ্রে এসে পর্যটকরা যাতে কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হন সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শান্তিরবাজারে গবাদী পশু বোঝাই গাড়ি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ মে।। শান্তিরবাজার থানার এস আই সুজিত সরকারের নেতৃত্ব রুটিন তল্লাশিতে বেরহয়ে শান্তির বাজার থেকে দুটি মালবাহী গাড়ীর মধ্যে বেশকিছু গরু দেখতেপেয়ে সন্দেহজনক দুইটি গাড়ীকে চেকিংকরাহয়। দুটি গাড়ীচালকের সঙ্গে কথা বললে যানচালক গরুগুলির কোনোপ্রকারের বৈধ কাগজপত্র দেখাতেপারেননি। যারফলে দুটি গাড়ী সহ গরু গুলিকে আটককরে থানায় নিয়েআসলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। পুলিশ এইব্যাপারে হাতে একটি মামলা নিলো। এইমামলায় দুটি গাড়ী ও গরুর পাশাপাশি দুইজন যানচালকে আটক করাহলো। এই অভিযান সম্পর্কে জানাতেগিয়ে এস আই সুজিত সরকার জানান টি আর ০৮ এ ১৬৪০ নাম্বারের গাড়ীরমধ্যে বাছুর সহ মোট ১৩ টি গরু ও টি আর ০৮ এ ১৬১২ নাম্বারের গাড়ীর ৬ টি গরু আটক করাহয়। তারপাশাপাশি যান চালক অভিজিৎ দত্ত ও রঞ্জীত পালকে আটক করাহয়। দুইজন লাউগাং এলাকার বাসিন্দা বলেজানাযায়। দুইজন যান চালকের বিরুদ্ধে হাতে মামলা নেওয়াহয়। মন্ত্রী শুধাংশু দাসকে প্রতিনিয়ত এইধরনের অভিযানে দেখাযায়। এখন এইধরনের অভিযানে নামলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। এস আই সুজিত সরকার জানান উনাদের এইধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারীথাকবে।

রাষ্ট্রদূতদের নিরাপত্তায় বাংলাদেশ সরকার কোনও শিথিলতা দেখাবে না : সেতুমন্ত্রী কাদের

কিশোর সরকার
ঢাকা, ১৮ মে (হি.স): বাংলাদেশের সড়ক-পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, কূটনীতিকদের আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা অপরিবর্তিত আছে। তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার কোনো শিথিলতা দেখাবে না।
বৃহস্পতিবার দুপুরে আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন। বিবৃতিতে তিনি বিএনপি নেতাদের অসার, অর্বাচীন ও গণচেতনা বিচ্ছিন্ন বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
তিনি বলেন, বিএনপির আমলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অভয়ারণ্যে পরিণত হওয়া বাংলাদেশে আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। বিএনপির শাসনামলে তাদের সৃষ্ট জঙ্গিবাদী শক্তির হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার পর কূটনীতিকদের জন্য বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটা কোনও স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। কূটনীতিকদের আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, বিদেশি যেসব রাষ্ট্রদূতরা বাংলাদেশে আছেন তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার কোনও প্রকার শিথিলতা দেখাবে না।

দীর্ঘ বিরতির পরে পর্দায় ফিরছেন অভিনেত্রী নবনীতা দাস

কলকাতা, ১৮ মে (হি.স.): নতুন ধারাবাহিকে ফের নবনীতা আর রাজার জুটি, আসছে বিয়ের ফুল। কেবল নবনীতা ও রাজা নয়, ধারাবাহিকে দেখা যাবে আরও এক জুটিকে। তাঁরা হলেন, সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও একতা গঙ্গোপাধ্যায়। এই ধারাবাহিকের গল্প এমন এক পরিবারকে নিয়ে যেখানে পাঁচ ভাইয়ের লক্ষ্য, তারা চিরকুমার থাকবে। জীবনে প্রেম বা বিয়ে নৈব নৈব চ। তাঁদের পরিবারের নাকি অভিশাপ রয়েছে। অতীতে এক দুর্ঘটনার ফলেই নাকি তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। আর এই পরিবারের সবসময় ক্ষতি করার চেষ্টা করে দর্শনা। এই চরিত্রে দেখা যাবে রিমঝিমকে। সান বাংলায় শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক বিয়ের ফুল। আর সেই ধারাবাহিকের হাত ধরেই, দীর্ঘ বিরতির পরে পর্দায় ফিরছেন অভিনেত্রী নবনীতা দাস। জুটি বাঁধছেন রাজা গোস্বামীর সঙ্গে। পাঁচ ভাইয়ের গল্প নিয়ে এগিয়ে যাবে এই ধারাবাহিক। কেবল নবনীতা ও রাজা নয়, ধারাবাহিকে দেখা যাবে আরও এক জুটিকে। তাঁরা হলেন, সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও একতা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁদের নাম আর্যকুমার ও ইচ্ছে। অন্যদিকে ধারাবাহিকে নবনীতা ও রাজার চরিত্রের নাম স্বর্ণকুমার ও কলি। ধারাবাহিকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন, দুলাল লাহিড়ী, মনোজ ওঝা, সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাগতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ্তা বসু, রিমঝিম মিত্র, ও কৌশিক বসু। শিবাংশু ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় আগামী জুন মাস থেকেই শুরু হবে এই ধারাবাহিক।বেশ কিছুদিন পরে ধারাবাহিকে ফিরছেন নবনীতা। এর আগে, নবনীতা ও রাজাকে জুটি বাঁধতে দেখা গিয়েছিল ছদ্মবেশী' ধারাবাহিকে। কমেডির মোড়কে এই ধারাবাহিকের গল্প বলতে বিশেষ করে আগ্রহী রাজা নিজেও। রাজার প্রথম ধারাবাহিক ''''ভালবাসা ডট কম'''' ধারাবাহিকের স্টুডিওতেই হবে এই নতুন ধারাবাহিকের শ্যুটিং।

প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে পোলস্টারকে হারিয়ে খেতাবের দাবিদার ব্লাডমাউথ

পোলস্টার-১৫৪/৯(২৩) ব্লাডমাউথ-১৫৮/৪(২২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয়। আর ওই জয়ে খেতাবের দোরগোড়ায় ব্লাডমাউথ ক্লাব। শনিবার শেষ ম্যাচে ও পি সি-র বিরুদ্ধে জয়ের স্বাদ পেলেই চ্যাম্পিয়ন খেতাব বগলদাবা করে নেবেন কৌশল আচার্য-রা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে ব্লাডমাউথ ক্লাব ৬ উইকেটে পরাজিত করে পোলস্টার ক্লাবকে। পোলস্টারের গড়া ১৫৪ রানের জবাবে ব্লাডমাউথ ৬ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের অরভিন্দ ভর্মা প্রথমে বল হাতে ২ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ৫১ রান করে দলকে মোক্ষম জয় এনে দেন। সঙ্গত: কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় অরবিন্দ-কে। এদিন পরাজিত হওয়ায় খেতাব দৌড় থেকে কার্যত ছিটকে গেলো পোলস্টার ক্লাব। শনিবার আসরের শেষ ম্যাচে দ্বিতীয় স্থান দখলের জন্য নামবেন অরিন্দম বর্মন-রা। বৃষ্টির জন্য দেরীতে ম্যাচ শুরু হওয়ার কমিয়ে আনা হয় ২৩ শে। সকালে ব্লাডমাউথের অধিনায়ক টসে জয়লাভ করে পোলস্টারকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। পোলস্টার নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান করে। দলের পক্ষে দলনায়ক অরিন্দম বর্মন ১৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০,ঋতুরাজ ঘোষ রায় ২২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮,অমরেশ দাস ৩০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১,শিবম পান্ডে ১৫ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং কাজল সূত্রধর ১০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। ব্লাডমাউথের পক্ষে অরভিন্দ ভর্মা (২/২৮), কৌশিক গিরী (২/৩০) এবং স্বরব সাহানি (২/৩৮) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ব্লাডমাউথ ২২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।
প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে দলেক জয়ের দিকে নিয়ে যান অরভিন্দ ভর্মা এবং প্রশান্ত ভান্ডারি। চতুর্থ উইকেটে ওই জুটি ৭৯ রান যোগ করে দলকে কার্যত জয় এনে দেন। দলের পক্ষে অরভিন্দ ভর্মা ৩৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১, প্রশান্ত ভান্ডারি ৩৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ (অপ:), বাপ্পা দাস ১৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ (অপ:) এবং কৌশল আচার্য ৩০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন।
পোলস্টারের পক্ষে সন্দীপ সরকার (২/৩৯) সফল বোলার।

অর্থ তছরুপের অভিযোগ ভিত্তিহীন মানহানির মামলায় এগোচ্ছে টিসিএ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে গোষ্ঠী কোন্দল তুঙ্গে। সাড়ে চার ঘণ্টার ব্যবধানে দু দুটি সাংবাদিক সম্মেলন। দুপুর বারোটায় ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান কমিটির আহ্বানে এবং বিকেল সাড়ে চারটায় ১১ টি ক্লাবের প্রতিনিধিবর্গ তথা সাধারণ সদস্যবৃন্দের ডাকা সাংবাদিক সম্মেলন। বৈধতার প্রশ্ন এখানে নেই। কেননা, যে কেউ সাংবাদিকদের ডেকে কথা বলতেই পারেন। দুপুরে ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বর্তমান এপেক্স কাউন্সিল তথা নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ পুরোপুরি স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্বাচনের পর ৬-৭ মাস ধরে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। এক শতাংশ পরিমাণও কোনও রকম অস্বচ্ছতার অভিযোগ আনা হলে তাঁরা তার নির্দিষ্ট প্রমাণ চাইছেন। বিভিন্ন মহল থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে আনা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত বিভিন্ন অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করে সেগুলো প্রমাণ করার আর্জি জানিয়েছেন। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরকে দিয়ে প্রমাণ করতে বলেন। অন্যথায় বর্তমান কমিটির পক্ষ থেকে মানহানির মামলায় যেতে বাধ্য হবে বলেও জানিয়েছেন। ইতোমধ্যে পাঁচটি ক্লাব তাদের প্রতিনিধি পরিবর্তনের কথা জানিয়ে টিসিএকে চিঠি দিয়েছেন। সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা যথারীতি উত্তর পেয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে কি করনীয় হতে পারে বা স্ট্যাটাস কি হবে তা সবকিছুই টিসিএ-র সংবিধান মেনে হবে। টিসিএ-র বর্তমান কমিটি রেকর্ডসংখক ম্যাচ আয়োজন মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণে টুর্নামেন্ট সম্পন্ন করতে যাচ্ছে। কতিপয় অ-ক্রিকেটপ্রেমী বিদ্বেষ মূলক চিন্তাভাবনা করে রাজ্য ক্রিকেটকে কালীমালিপ্ত করার অপ-প্রয়াস চালাচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এ বছর ৫০০ ম্যাচ মিশনে এগোচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় সাড়ে চারশ" ম্যাচ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট টুর্নামেন্টগুলি শেষ হলে মিশন ৫০০ ম্যাচ গন্ডিও পেরিয়ে যাবে বলে তাঁদের অভিমত। সভাপতি ছাড়া প্রায় সকল সদস্যবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তবে সভাপতি কেন উপস্থিত থাকতে পারেননি, প্রত্যুত্তরে কিছু জানাননি বলে, সম্পাদক তাপস ঘোষও তেমন কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। অনেকের মতে গোষ্ঠী কোন্দলের একটি লক্ষণ হল সভাপতির অনুপস্থিতি। বিষয়টা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। আখেরে ক্ষতি হবে ক্রিকেটের মানোন্নয়ন ও প্রসারে। স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ বৈঠক ডেকে সমাধানের সূত্র বের করে নিলেই মূলত: ত্রিপুরা ক্রিকেটের উন্নতি হবে বলে অধিকাংশ ক্রিকেট মহলের অভিমত।

টিসিএ-র বর্তমান কর্মকান্ডে একগুচ্ছ অভিযোগ একাংশ ক্রিকেট মহলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। অনুমোদিত ক্লাবগুলির প্রতিনিধি পরিবর্তনের দাবি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সংবিধান মেনেই নতুন সদস্যদের গভর্ণিং বডিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পুরানো প্রতিনিধিদের অনতিবিলম্বে সদস্যপদ খারিজ করতে হবে। বর্তমান কমিটির এক এবং একাধিক পদাধিকারীর বিরুদ্ধে আনা বিভিন্ন রকমের অভিযোগ প্রমান সাপেক্ষে অভিযুক্তদেরই স্বচ্ছতার প্রমাণ প্রকাশে আনতে হবে। অনেকটা এভাবেই অনুমোদিত ১১ টি ক্লাবের প্রতিনিধিবর্গ তথা টিসিএ-র সাধারণ সদস্য প্রমূখ সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বর্তমান কমিটি বৈধতাও হারিয়েছে বলে দাবি করেন। ইতোমধ্যে তারা লিখিত আকারে ৩০ দিন সময় চেয়ে টিসিএ-তে সাংগঠনিক স্বচ্ছতা আনার আর্জি জানিয়েছেন। অন্যথায় সংবিধান রীতি অনুযায়ী অতিরিক্ত আরও ১৫ দিন অপেক্ষা করে তারা বৃহত্তর পদক্ষেপে এগোতে বাধ্য হবেন বলে প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে সুব্রত দে সাংবাদিকদের প্রতি সকলের অভিমত তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্যামল ভট্টাচার্য্য, উপানন্দ দেববর্মা সহ ১১ জন উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতিকে অপাঙক্তেয় রেখে অন্যান্য পদাধিকারীরা যে পদ্ধতিতে সমাধানের সূত্র বের করার চেষ্টা করছেন নৈতিকতার প্রশ্নে অধিকাংশ ক্রিকেট মহল-ই তা মেনে নেবে না বলে তাদের অভিমত।

ওপিসি-মৌচাক ম্যাচ পরিত্যক্ত অভিযোগের তীর আম্পায়ারের দিকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা,১৮ মে।। হলো না ম্যাচ। বৃষ্টির জন্য মাঠ খেলার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ায়। বৃহস্পতিবার শহীদ কাজল ময়দানে মৌচাকের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিলো ও পি সি-র। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। মৌচাকের এটি শেষ ম্যাচ হলেও ও পি সি-র আর একটি ম্যাচ রয়েছে। আম্পায়াররা দীর্ঘ সময় চেষ্টা করলেও মাঠ খেলার পক্ষে উপযুক্ত না থাকায় শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হয়। আসরে ৭ ম্যাচ খেলে ১ টি ম্যাচে জয় এবং ১ টি ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ করে ৪ পয়েন্ট নিয়ে আসর শেষ করলো তাপস সিনহার দল মৌচাক। এদিকে, অংশগ্রহণকারী ক্লাব দলের তত্ত্বাবধায়ক মনীষ বাবু কিন্তু অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছেন আম্পায়ারদের দিকে। তাঁর মতে, মাঠের পরিস্থিতি এতটাই খেলার উপযুক্ত ছিল, নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ওই মাঠে অন্ততপক্ষে ১৫ থেকে ২০ ওভারের ম্যাচ সম্পন্ন করা যেতো। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ম্যাচ অফিসিয়ালরা, ম্যাচটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে দুই দলকে দুই-দুই করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিতে বাধ্য করে। আখেরে সাফল্যের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে দলগুলো আরও কিছুটা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে বলে উনি টুর্নামেন্ট পরিচালন কমিটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

NOTICE INVITING e-TENDER NO. 04 /EE(AGRI)/S/2023-24.

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	15/SE/AGRI/EE(SOUTH)/2023-24	Rs. 60,90,618.00	Rs. 1,21,812.00	365 Days	Up to 04.00. P.M. on 05/06/2023	At 11.00 AM on 06/06/2023
2	16/SE/AGRI/EE(SOUTH)/2023-24	Rs. 60,90,618.00	Rs. 1,21,812.00	365 Days		
3	17 /CE/AGRI/EE(SOUTH)/2023-24	Rs. 2,41,35,435.00	Rs. 4,82,709.00	365 Days		

For details, please visit website www.tripuratenders.gov.in and contact 03621-222486.

(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
South, Udaipur.

ICA/C-568/23

ঃ- পারদর্শী প্রশাসন, সচেতন নাগরিক, সুপরিষেবা ঃ-

আগরতলা পুর নিগম

বিষয় ঃ পুর কর সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকার সকল পুরনাগরিকদের সম্পত্তি কর সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিশেষভাবে জানার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

১) কেন আমরা সম্পত্তি কর প্রদান করি ?

উত্তর ঃ সকল প্রকার পুর পরিষেবা পাওয়ার জন্য। বিশেষত ড্রেইন রাস্তাঘাট, নির্মাণ এবং পরিস্কার রাখার জন্য।

২) সম্পত্তি করের হিসাব (Calculation) কিভাবে করা হয় ?

উত্তর ঃ APV = Plinth Area (Sq.Ft) X Unit Area Valus (Rs) X Age Factor X Structural Factor X Occupancy Factor X Usage Factor.
Yearly Porperty Tax = 5% of APV এই সম্পত্তিকর হিসাব পদ্ধতি।
https://emunicipality.triupura.gov.in/propertytax/Proparty Tax/frm_property এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করে সম্পত্তি করের হিসাব পেতে পারেন।

৩) সম্পত্তিকর এবং সম্পত্তির তথ্য কোথায় পাওয়া যায় ?

উত্তর ঃ Amc is proposing th implement latest technology using GIS based property tax online portal which has complete details of your house/shop/ property. https://agatala/smartcityservices. e-amc এই লিঙ্কটিকে ক্লিক করে আপনার নাম অথবা মোবাইল নম্বর বা আধার দিয়ে পুর নাগরিকগণ নিজ নিজ সম্পত্তির সম্পূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।

৪) সম্পত্তিকর সম্পর্কে মতামত কোথায় প্রেরণ করা যায় ?

উত্তর ঃ citizenfeedbackamc@gmail.com এই email এ ক্লিক করে পুর নাগরিকগণ মতামত পোষণ করতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে
মিউনিসিপাল কমিনার
আগরতলা পুর নিগম

Notice Inviting e- tender
PNIe-T- 8/EE/RD/BSGD/SPJ/2023-24/ 812 dt.17/05/2023

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with POIDITT ABBE / MES /CPWD/Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 30/05/2023 for 10 (ten) nos work. Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.gov.in. Pre-Bld Conference: Date: 24.05.2023 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com

Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

ICA/C-572/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/EE(PWD)/BLN/2023-24

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belon 'Governor of Tripura' percentage rate e and eligible Contractors/Firms/Agencies -tender from the Central & of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWI b/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 06-06-2023 for the following work:

SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLITION	CLASS OF BIDDER
1.	DNIT No. 04/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹24,05,064.00	₹48,101.00	180 (One hundred eighty) days	Appropriate Class
2.	DNIT No. 05/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹23,48,633.00	₹46,973.00	180 (One hundred eighty) days	
3.	DNIT No. 06/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹18,66,625.00	₹37,333.00	180 (One hundred eighty) days	
4.	DNIT No. 07/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹24,25,428.00	₹48,509.00	180 (One hundred eighty) days	
5.	DNIT No. 08/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹14,36,104.00	₹28,722.00	180 (One hundred eighty) days	
6.	DNIT No. 09/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹13,03,996.00	₹26,080.00	90 (Ninety) days	
7.	DNIT No. 10/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹24,27,026.00	₹48,541.00	90 (Ninety) days	
8.	DNIT No. 11/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2023-24	₹8,42,491.00	₹16,850.00	90 (Ninety) days	

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 3. 00 PM on 06-06-2023
Time and date of opening of bid: At 4.00 PM on 06-06-2023
Cost of Tender document: %.1000/- |
Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in |
For any enquiry, please contact by e-mail fo: eepwdbin2006@gmail.com.

ICA/C-565/23

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer,
Belonia Division, PWD(R&B)
Belonia, South Tripura

PRESS NIeT. NO, 05/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24 Dated.15/05/2023

'The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES // CPWD / Railway / P&T /Other State PWD /Registered Vhicle owner (for SI No.3) / Central & State Sector undertaking and Trade Licence, 3-Phase connection, Electricity Bill (any of Last Three months), Experience certificate (Completion Certificate) of Simular Nature of Work along with work order copy (for SI. No.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT No. 01/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24 (2nd Call)	₹ 8,43,099.00	₹ 16,862.00
2	DNIeT. No. 02/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24 (2nd Call)	₹ 8,43,099.00	₹ 16,862.00
3	DNIeT. No. 06/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24 (2nd Call)	₹ 9,22,250.00	₹ 18,445.00
4	DNIeT. No. 147/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23 (2nd Call)	₹ 7,03,306.00	₹ 14,066.00
5	DNIeT. No. 112/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23 (2nd Call)	₹ 34,59,470.00	₹ 69,189.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 29-05-2023 Place, Time and date of opening of online bid : 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 on 29-05-2023 if possible Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- 1/II, Udaipur/Kakraban/Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website https:// www.tripuratenders.gov.in.

ICA/C-560/23

Er. (Goutam Reang)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 19 May 2023, Friday আগরতলা ১৯ মে, ২০২৩ ইং, ■ ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

মিউজিয়ামে ইতিহাসকে সংরক্ষণ করে রাখা যায় : পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। মিউজিয়ামে ইতিহাসকে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। আগামী প্রজন্মকে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোর ক্ষেত্রে মিউজিয়ামগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। আজ সন্ধ্যায় রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে যে মিউজিয়ামটি রয়েছে তাতে রাজ্যের মহারাজাদের নানা কীর্তি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ত্রিপুরা ভ্রমণের মতো বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। আগামী প্রজন্ম যাতে রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্ক'তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে সেই লক্ষ্যে এই মিউজিয়ামকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের পর্যটন দপ্তর ত্রিপুরাকে পর্যটন মানচিত্রে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছে। স্বদেশ দর্শন-১ ও স্বদেশ দর্শন-২ প্রকল্পে সমগ্র রাজ্যকে পর্যটকদের সামনে আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে তোলা হবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ রাজ্যের বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

বিশেষ অতিথির ভাষণে পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা বলেন, ১৯৭৭ সাল থেকে এই দিনটি পালন করা হচ্ছে। আমাদের সংস্ক'তিকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য। ত্রিপুরার চিরাচরিত ক'ষ্টি ও সংস্ক'তিকে এই মিউজিয়ামের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। স্বাগত ভাষণে পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস বলেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজ এই দিনটি রাজ্যে পালন করা হয়েছে। এরমধ্যে অভয়নগরস্থিত চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউটের আবাসিকরা যাদুঘর পরিদর্শন করেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক যাদুঘর দিবস উপলক্ষে আজ মহিলাদের জন্য কোনোরকম টিকিট ছাড়া যাদুঘর পরিদর্শন করার ব্যবস্থা রাখা ছিল। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের ম্যানেজার অজয় ক'ষ্ণা। অনুষ্ঠানে পর্যটন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা জয়ন্ত দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বুদ্ধপূর্ণিমা এবং রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্ক'ত করা হয়। পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে এই সন্ধ্যায় একটি মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

গ্রিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ডে রেকর্ড গড়তে চলেছেন শিল্পী সিদ্ধার্থ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। কুইলিং পেপার দিয়ে প্রায় ২০ হাজার হার্ট তৈরি করে গ্রিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ডে রেকর্ড গড়েছেন রাজ্যের শিল্পী সিদ্ধার্থ সাহা। আগামী ২৭ মে আগরতলা নজরুলকলার ক্ষেত্রে ললিত কলা একাডেমিতে এ বিষয়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। সিদ্ধার্থ সাহা নামে এক ব্যক্তি অসাধারন হাতের কাজ করে ইন্ডিয়ান বুক অফরেকর্ডের নাম নথির ভুক্ত করার পর আগামী ২৭ই মে আগরতলা নজরুল কলাক্ষেত্রে স্থিত ললিতকলা একাডেমিতে এক এক্সিবিশন আয়োজন করা হয়। যেখানে কুইলিং পেপার দিয়েপ্রায় ২০ হাজার হার্ট তৈরি করে গ্রিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল রেকর্ড গড়েছেন তিনি।এছাড়াও এই কুইলিং পেপার দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূর্তিও তিনি তৈরি করেন। এইপ্রতিভার জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা সহ বিভিন্ন সংগঠন থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। তবে গ্রিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড এ নিজের নাম নথিভুক্ত করার জন্য কুইলিং পেপার দিয়ে যে ২০ হাজার হার্ট তৈরি করছেন তাও অসাধারণ কারুকার্য করে তৈরি করা হয়েছে।এটি রাজ্যের ন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

বিদ্যুৎ বিল প্রদান নিয়ে প্রতারণা ও হয়রানি করছে বেসরকারী সংস্থা সাই কম্পিউটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। কৈলাসহরের সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা ও হয়রানি করা এবং ভুয়ো বিদ্যুৎ বিল প্রদান করা অব্যাহত রয়েছে বিদ্যুৎ পরিসেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা "সাইকম্পিউটার" সংস্থার । বিগত তিন বছর ধরে কৈলাসহরের বিদ্যুৎ পরিসেবা প্রদান করে যাচ্ছে সাই কম্পিউটারসংস্থা। যেদিন থেকে সাই কম্পিউটার সংস্থা বিদ্যুৎ পরিসেবা প্রদানের দায়িত্বনিয়েছে সেদিন থেকেই কৈলাসহরের বিদ্যুৎ পরিসেবার মান একেবারেই তলানিতে ।অবিলম্বে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ভুমিকা নেওয়া নাহলে জনরোষেরশিকার হবে বেসরকারি বিদ্যুৎ পরিসেবা প্রদানকারী "সাই কম্পিউটার" সংস্থারকর্মীরা। কৈলাসহরের দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজের চার নং ওয়ার্ডের কলাছড়া গ্রামেরস্থায়ী বাসিন্দা হত দরিদ্র দিনমজুর শিমুল উরাং। গত এপ্রিল মাসের বিদ্যুৎ বিলদশ হাজার টাকার উপর আসায় শিমুল উরাং হতভম্ব হয়ে যান। এত বিপুল পরিমান টাকাবিদ্যুৎ বিল আসার পর হতদরিদ্র শিমুল উরাং সাই কম্পিউটার সংস্থার কৈলাসহর শহরেরঅফিসে এসে সংস্থার আধিকারিকদের কাছে প্রশ্ন করেন যে, হঠাৎ করে এত বিপুল পরিমানটাকা বিদ্যুৎ বিল আসার কারণ কি? কিন্তু শিমুল উরাং-এর সাথে সাই কম্পিউটার সংস্থার আধিকারিকরা দুরব্যবহার করে। শিমুল উরাং সাই কম্পিউটার সংস্থারবিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে, বিগত এক বছর পূর্বেও সাই কম্পিউটার সংস্থাশিমুল উরাং-এর কাছ ছয় হাজার টাকার বিদ্যুৎ বিল প্রদান করেছিলো। পরবর্তী সময়েনানান তালবাহানা করে সাই কম্পিউটার সংস্থা শিমুল উরাং-এর কাছ থেকে সম্পুর্নঅন্যায় ভাবে কুড়ি হাজার টাকা আদায় করেছিলো। শিমুল উরাং আরও জানায় যে, কলাছড়াগ্রামের পাশে দেওরাছড়া গ্রামেও অনেকের ভুয়ো বিদ্যুৎ বিল দেওয়া হয়েছে।

২৬ জুন থেকে খার্চি পূজা, পশ্চিম জেলাশাসক কার্যালয়ে প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। আগামী ২৬ জুন থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজা। এ উপলক্ষে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। সভার শুরুতে বিধায়ক শ্রী চক্রবর্তী বলেন, খার্চি পূজা ও মেলা আমাদের দেশের অন্যতম একটি উৎসব। প্রতি বছর এই মেলাকে কেন্দ্র করে বহু পর্যটকের আগমন হয়, তেমনি বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধুসন্তরাও আসেন। খার্চি পূজা রাজ্যের জনজাতিদের উৎসব হলেও বর্তমানে সব ধর্মের মানুষ এতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই মেলা উপলক্ষে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের পক্ষ থেকে যে সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় তাতে রাজ্যের ও রাজ্যের বাইরে থেকে শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। তিনি এই মেলাকে সর্বাঙ্গীন সফল করে তোলার জন্য সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রস্তুতি সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন মেলার বিভিন্ন দপ্তরের কি কি করণীয় তা বিস্ত'তভাবে আলোচনা করেন এবং দপ্তরের প্রতিনিধিদের যথাসময়ে সব কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেন। মেলার সাথে যুক্ত চতুর্দশ দেবতাবাড়ির মন্দিরের আসা যাওয়ার রাস্তাগুলি সংস্কার করা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখা ও সারাই করা, মন্দির ও মেলা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, পানীয়জলের ব্যবস্থা রাখা, মেলাকে কেন্দ্র করে পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরা বসানো, মেলার স্টল বন্টন করা, মেলার দিনগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রতি বছরের মতো এ বছরও রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২৬ জন থেকে শুরু এই মেলাকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি ও বিভিন্ন উপকমিটি তৈরি করা হয়।

সভায় আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, পুরাতন আগরতলা প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল, প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তির'ন চাকমা, পুরাতন আগরতলা ব্লকের বিডিও শায়েরী বণিক, সমাজসেবী অমিত কুমার নন্দী সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩৯ নাবিককে নিয়ে চিনের জাহাজডুবি উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারতীয় নৌসেনা

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি. স.) : দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের শীতলতার কথা ভুলে প্রতিবেশী দেশ চিনের সাহায্যে এগিয়ে এল ভারত। চিনের সাহাজ্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারত মহাসাগরে ডুবে যাওয়া চিনা জাহাজে আটকে পড়া ৩৯ নাবিককে উদ্ধার করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারতীয় নৌসেনা।

বৃহস্পতিবার এই ঘটনা নিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে ভারতীয় নৌসেনা। তাদের তরফে বলা হয়, "৩৯ নাবিককে নিয়ে ডুবে গিয়েছে চিনের মাছ ধরার জাহাজ। তাঁদের মধ্যে ১৭ জন ইন্দোনেশিয়া ও ৫জন ফিলিপিন্সের বাসিন্দা। এছাড়াও জাহাজে ছিলেন ১৭ জন চিনা নাবিক। দক্ষিণ চিন সাগরে তলিয়ে যান সকলেই। তাঁদের উদ্ধার করতে মানবিক ক্ষেত্রে সাহায্যের আবেদন করে চিন।" নৌসেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, পি৮১ নামে একটি বিমানের সাহায্যে নিখোঁজ নাবিকদের তল্লাশি শুরু হয়। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের সন্ধান পায় এই বিমান। নৌসেনার তরফে বিশেষ জাহাজও মোতায়েন করা হয়েছে দুর্ঘটনাস্থলে। ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখতে দেশ বদ্ধপরিকর, এমনটাই জানিয়েছে নৌসেনা। সেই কারণেই চিনা জাহাজের উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভারত।

অন্যদিকে চিনের তরফে জানানো হয়েছে, জাহাজের দুই নাবিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বাকিদের খোঁজে এখনও তল্লাশি চলছে। একাধিক দেশ চিনকে সাহায্য করছে, সেই বিষয়টিও জানিয়েছে সেদেশের মুখপাত্র। অস্ট্রেলিয়া-সহ একাধিক দেশ বিমান পাঠিয়ে উদ্ধারকাজে সাহায্য করছে।

বিএসএফের উদ্যোগে যোগা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। আজাদিকা অমৃত মহৎসব উপলক্ষে আন্তর্জাতিক যুবা দিবসের অঙ্গ হিসেবে সৈবতীর্থ ঊনকোটির পাদদেশে বিএসএফের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার যোগা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠিত হয়। আজাদীকা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে আন্তর্জাতিক যোগা দিবসকে সামনে রেখে আঠারো মে বৃহস্পতিবার সকালে শৈবতীর্থ ঊনকোটির পাদদেশে বি.এস.এফ ১৯৯নং ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় যোগা প্রদর্শনী। যোগা প্রদর্শনীতে পুরুষ বি.এস.এফদের পাশাপাশি মহিলা বি.এস.এফদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগরের বি.এস.এফের ১৯৯নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ড্যান্ট অতুল সাইনি, ডেপুটি কমান্ডেন্ট নরেশ কুমার সাইনি, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট প্রমোদ কুমার, টিলাবাজার বি.ও.পি-এর কোম্পানি কমান্ডার সহ বিএসএফের অন্যান্য আধিকারিকরা। যোগা প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে গোটা ঊনকোটির পাদদেশে এক উৎসব মুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, ১৯৯নং ব্যাটেলিয়ন বি.এস.এফ জওয়ানদের অধীনেত্ন গোটা কৈলাসহর মহকুমার ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে।

মধুপুরে গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ মে।।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কমলাসাগর বিধানসভার কোনাবন বাইনকা এলাকার শম্ভুরাম দেববর্মার বাড়িতে হানা দেয় মধুপুর থানার পুলিশ। তল্লাশি অভিযানে ৬০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। যার বাজারমূল্য ৬ লক্ষাদিক টাকা। পুলিশের আনাগোনা টের পেয়ে বাড়ির মালিক শম্ভুরাম দেববর্মা পালিয়ে যায়ন উদ্ধারকৃত গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ জানায়, গাঁজা মেশিনের মাধ্যমে প্যাকেটিং করছিল। এমন সময় গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয় গাঁজা। গাঁজা কারবারির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান মধুপুর থানার পুলিশ।প্রসঙ্গত, গাঁজা বিরোধী অভিযানে সফলতা পেয়েছে মধুপুর থানার পুলিশ। কমলাসাগর গাঁজা চাষ এবং কারবারের জন্য বিখ্যাত। গাঁজা চারা রোপণ শুরু হতেই পুলিশের অভিযান শুরু হয়। এর পরও কয়েকশো হেক্টর জমিতে গাঁজা চাষ হচ্ছে। পুলিশের অভিযান যে লোকদেখানো তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং খাস জমিতে অবাধে গাঁজা চাষ হচ্ছে। পুলিশ এবং গাঁজা কারবারিদের সম্পর্ক যে কতোটা নিবিড় তা সবাই জানে।

মহিলা যাত্রীদের দেখে অনেক চালক বাসস্টপে বাস থামাচ্ছেন না, অভিযোগ কেজরির

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি. স.) : মহিলা যাত্রীদের দেখে অনেক বাস চালক বাসস্টপে বাস থামাচ্ছেন না। ভিডিও পোস্ট করে এমনি অভিযোগ করলেন দিল্লির আম আদমি পার্টির প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করেছে কেজরিওয়াল সরকার। কিন্তু মহিলা যাত্রীদের দেখে অনেক বাস চালক বাসস্টপে বাস থামাচ্ছেন না বলে অভিযোগ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে একটি ভিডিয়ো টুইট করেছেন কেজরিওয়াল। সেই টুইটে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "যেহেতু মহিলারা বিনামূল্যে বাসযাত্রা করতে পারেন, তাই কিছু বাসচালক মহিলা যাত্রীদের দেখে বাস থামাচ্ছেন না বলে অভিযোগ এসেছে। এই কাজ সহ্য করা হবে না। অভিযুক্ত বাসচালকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" কে কেজরিওয়ালের আপলোড করা ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, দিল্লির একটি বাসস্টপে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিন জন মহিলা যাত্রী। একটি সরকারি বাস এসে দাঁড়ালো সেখানে। এক জন বাস থেকে নামলেন সেখানে। বাসস্টপ থেকে একটু এগিয়ে বাসটি দাঁড়ানোয় সেখানে অপেক্ষা করা তিন মহিলা যাত্রী এগিয়ে গেলেন বাস ধরার জন্য। বাসটিকে দাঁড়ানোর জন্য হাতও দেখিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু বাসটি দাঁড়ায়নি। ওই মহিলা যাত্রীদের না নিয়েই চলে গেল বাসটি। ওই তিন মহিলা হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। পরবর্তী বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

জানা গিয়েছে, কেজরিওয়ালের টুইট করা ভিডিয়োয় যে বাসটি দেখা গিয়েছে, সেই বাসের চালককে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে। দিল্লির পরিবহণ এবং আইনমন্ত্রী কৈলাস গেহলট জানিয়েছেন, অভিযুক্ত বাসচালককে ডিউটি থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা। এ প্রসঙ্গে এক টুইটে দিল্লিপ পরিবহণমন্ত্রী লিখেছেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত অভিযুক্ত বাসচালককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।"

'দ্য কেরালা স্টোরি'-র রায়ে সরব 'উল্লসিত' শুভাপ্রসন্ন

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : বাংলায় 'দ্য কেরালা স্টোরি' নিষিদ্ধ করেছিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার সেই ছবির উপরে নিষেধাজ্ঞায় সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দিতেই পাল্টা আক্রমণ করলেন শাসকদল তৃণমূল 'ঘনিষ্ঠ' শিল্পী শুভাপ্রসন্ন। তুললেন তাঁকে 'বেলাগাম' বলার প্রসঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৮ মে ছবিটি প্রদর্শনে এ রাজ্যে নিষেধাজ্ঞা জারির পরেই সেটা রাজ্যের 'বেঠিক' সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেছিলেন শুভাপ্রসন্নবাবু। এর জন্য দলীয় তরফে সমালোচনার মুখেও পড়তে হয় তাঁকে। অনেকেই 'বেলাগাম' বলেছিলেন।

রাজ্যের নিষেধাজ্ঞার ১০ দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালত স্থগিতাদেশ দিল। অর্থাৎ, রাজ্যে এই ছবি দেখায় আপাতত আর কোনও বাধা রইল না। সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশের পর মুখ খুললেন শাসকদলের 'ঘনিষ্ঠ' শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। জানিয়ে দিলেন, শীর্ষ আদালতের এই আদেশে তিনি খুশি।

'দ্য কেরালা স্টোরি' নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে প্রথম থেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন শুভাপ্রসন্ন। সেই অসন্তোষ তিনি গোপনও করেননি। নিষেধাজ্ঞা জারির পরের দিনই শিল্পী বলেছিলেন, "আমি কোনও শিল্পপ্রচেষ্টার বিরোধিতা পছন্দ করি না। এ ক্ষেত্রে আমি সমর্থন করতে পারছি না।" শুভাবাবুর এই বিরোধিতার পর তৃণমূলের তরফে তাঁকে থামানোর চেষ্টাও করা হয়। প্রথমে ফোনে 'ধমক' এবং পরে তাঁকে প্রসন্ন করতে শিল্পীর বাড়িতে যান তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কিন্তু কোনও চেষ্টাতেই চিঁড়ে ভেজেনি।

রাজ্যের নিষেধাজ্ঞায় সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশের পর শুভাবাবুকর কাছে প্রতিক্রিয়া চাইলে সংবাদমাধ্যমে বলেন, "যে কোনও শিল্পীরই স্বাধীনতা থাকা উচিত। আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শৃঙ্খলা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করেই ছবিটি হয়তো বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু আজ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, এটা ঠিক নয়। আমি এখনও মনে করি, ছবিটি যাঁরা দেখার, তাঁরা দেখবেনই। যাঁরা বর্জন করার, তাঁরা তা-ই করবেন। এই স্বাধীনতা থাকলে ভাল।"

পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে পুর নিগমের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত ৫১ টি ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দিপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, পুর নিগমের কমিশনের শৈলেস কুমার যাদব, ত্রিপুরা জল বোর্ডের আধিকারিক সহ পুর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা। নিগম এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ্যেছিল।সেই সকল সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর করা হয়েছে সেই বিষয়ে এইদিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নিগমের মেয়র দিপক মজুমদার জানান ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল আগরতলা পুর নিগম এলাকায় ৪৭ টি ডিপটিউবওয়েল স্থাপন করা হবে। তার মধ্যে ২৪ টি ডিপটিউবওয়েল বসানোর কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডিডাব্লিএস দপ্তরকে। ২৩ টি ডিপটিউবওয়েল বসাবে আগরতলা পুর নিগম। বেশকিছু ওয়ার্ডে ডিপটিউবওয়েল বসানোর জন্য জায়গার সমস্যা রয়েছে, তাই সেইন সকল ওয়ার্ডে কাজ শুরু করা যায় নি।

নারী সংক্রান্ত অপরাধ বৃদ্ধির প্রতিবাদে নারী সমিতির গণস্বাক্ষর অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। নারী সংক্রান্ত ঘটনার সাথে যুক্ত দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে প্যারাডাইসচৌমুহনি থেকে প্রধানমন্ত্রী কাছে গণস্বাক্ষর পাঠাতে সরব হয় সারা ভারতগণতান্ত্রিক নারী সমিতি। আমতলী বাইপাসে কলেজ ছাত্রীর উপর গণধর্ষণের ঘটনা এবংঅমরপুরে দুই জনজাতি কিশোরীর উপর ধর্ষণকারীদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তি দাবি সহধর্ষণকারী বিজেপি''র ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং এবং হরিয়ানার মন্ত্রী সন্দীপ সিংকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান চিঠিতে। উপস্থিত প্রাক্তন সংসদ তথা সারা ভারতগণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেত্রী ঝর্ণা দাস বৈদ্য বর্তমান পরিস্থিতির সমালোচনাকরে বলেন, যারা পার্লামেন্টে আইন তৈরি করেন তাদের মধ্যে বিজেপি''র ব্রিজ ভূষণশরণ সিং এবং হরিয়ানার মন্ত্রী সন্দীপ সিং মহিলা কুস্তিগারদের ধর্ষণের সাথে যুক্ত। এ ধরনের জনপ্রতিনিধি কলঙ্ক বহণ করে চলেছে। এর নিন্দা জানানোর ভাষা নেই।পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যে সম্প্রতি গণধর্ষণের ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে সমালোচনা করে বলেন তিনি।

লোকসভা সচিবালয় আয়োজিত চিন্তন শিবির

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.) : বৃহস্পতিবার লোকসভা সচিবালয় তার আধিকারিক ও কর্মচারীদের জন্য চিন্তন শিবিরের আয়োজন করেছে। সংসদ ভবন চত্বরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

লোকসভা সচিবালয় একটি রিলিজ জারি করে বলেছে, চিন্তন শিবিরে কর্মচারীদের কল্যাণ এবং তাদের উতাহ সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চিন্তন শিবিরে, অংশগ্রহণকারীরা কর্মক্ষেত্রে হয়রানি প্রতিরোধ, সংসদ ভবন কমপ্লেক্সের টেকসই উন্নয়ন, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে কাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সংসদ ভবন কমপ্লেক্সে কর্মরত সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।লোকসভা সচিবালয় বলেছে, চিন্তন শিবির অর্থপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমূলক আলোচনার জন্য একটি অনন্য এবং অগ্রগামী উদ্যোগ। এই শিবিরটি প্রশাসনিক বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনার পাশাপাশি লোকসভা সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের শক্তিকে একটি নতুন মাত্রা দেবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।